সত্যব্রতের পরীক্ষা

(খণ্ড কাব্য)

দ্বিতীয় সংস্করণ

—০—

বৃহন্নারদীয় পুরাণ, গুরুগীতা, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি

গ্রন্থের অনুবাদক—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক

প্রণীত।

১৩৩৪ সন

প্রকাশক—

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন বি, এল

মাণিকগঞ্জ

মূল্য ॥০ আনা।

Printed at Manikganj Press.
By D. C. Banerji, Manikganj Dacca

মুখবন্ধ

আমার প্রথম জীবনে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে "সত্যব্রতের পরীক্ষা" একবার মুদ্রিত করিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পুস্তকখানা এরূপ খারাপ ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল যে তখন তাহা সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইনাই। তথাপি সে সময় ঐ গ্রন্থখানা কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ পাঠ করিয়া বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং আমাকে এই কাব্যখানা পুনরায় মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করেন। এত দিন অর্থাভাবে মুদ্রিত করিতে পারি নাই। এইক্ষণ আমার জীবনের সন্ধ্যায় এই পুস্তকখানা পুনরায় মুদ্রিত করিলাম। এই পুস্তকখানা যখন প্রথম লিখা হইয়াছিল তখন বঙ্গ সমাজ কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিব্যক্তি-গণের ভাবে অনুপ্রাণিত ছিল। এবং এই পুস্তকখানাও সেই সময়ের ভাব-প্রণোদিত। তথাপি ইহাতে যে সমস্ত বিষয় বিবৃত করা হইয়াছে তাহা সার্ব্বভৌমিক। বর্ত্তমানে দেশের নূতন আদর্শে প্রণোদিত দেশবাসিগণের নিকট পুস্তকখানা আদৃত হইবে কিনা জানি না; তাই সন্দিগ্ধচিত্তে পুস্তকখানা লইয়া সুধীবর্গের সমীপে উপস্থিত হইলাম। ইতি—

গ্রন্থকার—

সত্যব্রতের পরীক্ষা।



প্রথম সর্গ

মঙ্গল স্বরূপ বিভু করুণা নিদান,
সময়ের প্রয়োজন চিন্তি কোন কালে
প্রেরিলা ধরায় এক মনুজ প্রবর,
বিশেষ মঙ্গল কিছু সংবিধান তরে। ১

শোভিল স্বরূপ তার জননীর কোলে
সরসীর কোলে যথা প্রফুল্ল কমল,
পুণ্যব্রত পিতা তার বাসনা যেমন
রাখিলা সস্নেহে শুভ সত্যব্রত নাম। ২

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

লাবণ্যযুত গৌর অঙ্গের বরণ,
কমল-পলাশ-অক্ষি শ্রেত-স্নিগ্ধ-জ্যোতি,
মৃদুহাসি বিকশিত মুখ সুরুচির
শৈশবে মোহিল তার বান্ধব স্বজন। ৩

চতুর গম্ভীর ভাবে প্রিয় ব্যবহারে
সহচরগণ সহ আমোদ কৌতুকে
সর্ব্বজন সন্তোষিয়া চিত্ত আকর্ষিয়া
নিশ্চিন্তে কৈশোর তেঁহ করিলা কর্ত্তন। ৪

আইল যৌবন কাল, সামান্য মানব
যৌবনে প্রবেশে যবে, হয় পূর্ণ কাম,
পায় যদি কথঞ্চিৎ ধন মান যশ;
পূরে যদি কথঞ্চিত প্রণয় তিয়াস। ৫

কিন্তু তার মহাচিত্ত, যৌবন আগমে,
বাসনায় আন্দোলিত ঝড়ে সিন্ধুপ্রায়
বসুধারে গণে যেন খেলার কন্দুক
শিশুক্রিড়া হেন মানে নর চেষ্টা যত। ৬

প্রথম সর্গ

যথা লোকে হাসে খেলে করে নানা কাজ
ভ্রমেও তথায় তার না চলে চরণ
নদীকূলে পাঠাগারে অথবা বিপিনে,
একাকী বসিয়া এই চিন্তে অনুক্ষণ। ৭

“রূপ চাই, কোথা রূপ নিত্য মনোরম ?
ধন চাই, কোথা ধন অক্ষয় অব্যয় ?
যশ চাই, কোথা যশ কলঙ্ক বিহীন ?
না পূরে এ সবে মম মন-অভিলাষ। ৮

এ জগতে যত কিছু জন স্পৃহনীয়
সকলি চঞ্চল আহা সকলি নশ্বর,
স্থির অবিনাশী নিত্য অনন্ত মহান্
কি আছে এহেন ? তাহা কোন্ স্থানে পাই ?

কি আছে এ হেন তাহা কোন্ স্থানে পাই
ভাবিয়া চিন্তিয়া তার না পাই উদ্দেশ
দেখিলাম সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি খুঁজিয়া
সবে দেখি অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপিত। ১০

কি আছে এহেন তাহা কোন্ স্থানে পাই ?
জিজ্ঞাসিনু তাঁরে যাঁর পণ্ডিতাভিমান,
দেখি তিনি তর্ক চক্রব্যূহের ভিতরে
হইছেন বিড়ম্বিত পথ হারাইয়া। ১১

কি আছে এহেন তাহা কোন্ স্থানে পাই ?
জিজ্ঞাসিনু লোকমান্য ধর্ম্মোপদেশকে
দেখি তিনি নিজে অন্ধ, অন্ধ শিষ্য সবে
চালিছেন শুষ্ক পত্রে মরুত যেমতি।" ১২

এইনরূপ ভাবনায় সত্যব্রত ধীর,
ছাড়িলা আহার নিদ্রা আমোদ প্রমোদ ;
চিন্তামগ্ন সংজ্ঞা শূন্য বিষণ্ণ মানসে
যেখানে সেখানে বসি কাটে দিবানিশি। ১৩

এইরূপ একদিন চিন্তার সাগরে
নিমগ্ন চেতস যুবা, দেহ চেষ্টাহীন ;
নিশ্চেষ্টা প্রকৃতি যথা গভীর নিশীথে
প্রগাঢ় গম্ভীর ভাবে হয় নিমজ্জিত। ১৪

সে নিশীথ কালে যথা মৃদু বংশীধ্বনি॰
আধঘুমে কর্ণ পথে প্রবেশে মরমে,
তেমতি পশিল তার হৃদয় কন্দরে
স্বরগ মধুর এক ধ্বনি সুললিত। ১৫

যথা নিরুদ্দেশ-জন-সংবাদ-বাহকে
ব্যগ্রমনে শুনে যত তার প্রিয়জন,
তেমতি উৎকণ্ঠা যুত একাগ্র মানসে
আকর্ণিলা সত্যব্রত সে মধুর বাণী। ১৬

শুনিলা "কেন হে যুবা হেন ম্রিয়মান ?
অন্বেষ আপন চিত্ত নির্জ্জনে যাইয়া
বাঞ্ছিতের প্রতিকৃতি তথা প্রতিভাত
সমুদ্রের বক্ষে যথা অনন্ত আকাশ।" ১৭

"স্বপ্ন নহে নহে এই মানস বিভ্রম
এরূপ সজাগ আমি জাগ্রতেও নহি
অবশ্য দেবতা মোরে হইয়া সদয়
কহিলা হিতার্থে এই উপদেশ বাণী। ১৮

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

অতএব যাই আমি নিবিড় নির্জ্জনে
ভোগ লিপ্সা যথা নাহি বিচলয় চিত,
দেখিব প্রশান্ত মনে কিবা সে প্রতিভা
দেখি নাই তবু যায় আকর্ষিছে মন”। ৯

এত চিন্তি সঙ্কল্পের সুদৃঢ় বন্ধনে
বাঁধিয়া মানস নিজ, কটিবন্ধে যথা
বাঁধে কটিতট যোদ্ধা যুদ্ধের প্রাক্কালে,
রহিলা সংকল্প করি চাহি অবসর। ১০

একদা যামিনী যোগে নিদ্রার প্রভাবে
অচেতন জীবকুল জড় বস্তু প্রায়,
নিস্তব্ধ প্রকৃতি যেন ধ্যানে নিমজ্জিতা
জাগে মাত্র সত্যব্রত আকুল অন্তরে। ১১

এই ত সময় ভাবি নিঃশব্দে উঠিয়া
নিঃশব্দে গৃহের দ্বার করি উন্মোচন
বাহিরিলা দ্রুতপদে চলিলা সুধীর,
বাঁধ ভাঙ্গি চলে যথা খরবেগে নীর। ১২

প্রভাতে না হেরি তারে আত্মীয় স্বজন
ব্যস্ত মনে চারিদিকে নিষ্ফলে খুঁজিয়া
নিবর্ত্তিলা একে একে বিষাদে বিলাপি ;
পূরিল দারুণ শোকে সবাকার মন। ২৩

কিন্তু তার চিত্ত ব্যস্ত মহোচ্চ আশয়ে
আত্ম পর শোক দুঃখ কিছু নাই জ্ঞান ;
উদ্ভ্রান্ত পথিক প্রায় ভ্রমি দেশে দেশে
উত্তরিলা হিমালয় শৈলেন্দ্র শিখরে। ২৪

হিমালয়, ঈশ্বর বিগ্রহ ধরাধামে
মহান্ অনন্ত কায় গাম্ভির্য্য ব্যঞ্জক,
ঈশ ধ্যানে উদে হৃদে যে ভাব প্রগাঢ়
ইহার দর্শনে পাই তার প্রতিরূপ। ২৫

এই হেতু যোগেশ্বর ইহার শিখরে
নিরত নিমগ্ন ছিলা স্বানুভব সুখে ;
এই হেতু নিবসিত হেথা ঋষিগণ ;
এই হেতু সত্যব্রত আইলা এখানে। ২৬

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

•

উচ্চ চূড়ে, হিংস্র জন্তু-ঝটিকা-তাণ্ডব
না উঠে যেখানে, যথা চিন্তা অনুকূল
নিশীথ নীরব-শান্ত-নিশ্চল প্রকৃতি ;
নির্ম্মল নভস যথা উর্দ্ধে সদা ভাতে। ২৭

হেন চূড়া শিলাতলে পদ্মাসনে বসি,
ছাড়িলা সুদীর্ঘ শ্বাস আনন্দ পূরিত,
অনন্ত আকাশ পানে চাহিতে চাহিতে
পূরিল হৃদয় তার অনন্তের ভাবে। ২৮

অনন্ত আকাশ, স্থির-নিশ্চল আকাশ,
দেখেছ কি হে মানব স্থির মনে চেয়ে
কি ভাতি বিভাতে তায় স্ফুরে কোন্ ভাব
কি গীতি হিল্লোল তায় বহিছে মধুর ! ২৯

তার মন সমুন্নত যথা সেই স্থান ;
তার মন সুপ্রশান্ত যথা সে আকাশ ;
আকাশের প্রাণ তার প্রাণ পরশিল ;
সে নিগূঢ় গানে তার মাতিল শ্রবণ। ৩০

ভুলিলা শরীর ধীর, ভুলিলা আপনা ;
ঝির ঝির ঝির দেহে বহিল তড়িৎ ;
গভীর আগ্রহে আর একতান মনে
স্বভাবের সুগভীর সে গীতি শুনিলা। ৩১

শুনিলা "এই যে কান্ত অনন্ত অসীম
আকার আমার, নহে এ প্রকৃত রূপ,
আমি ছায়া, নহি আমি অনন্ত মহান্ ;
অনন্ত মহান্ তিনি, আমি যাঁর ছায়া। ৩২

তাঁর রূপে সুশোভিত এই মম দেহ,
তাঁহারি আনন্দে ফুল্ল আমারি এ প্রাণ ;
সাহসিত হয়ে তাঁর বিপুল উৎসাহে
চলেছি অনন্ত পথে আমি অবিরাম। ৩৩

ওহে জীব ! নিষ্কপটে মোর প্রাণে প্রাণ
দেও মিলাইয়া, ধর মোর সনে তান,
সমস্বরে বিঘোষিয়া তাঁহার মহিমা
এস, জীব, এস লভি পুরুষার্থ সীমা"। ৩৪

অনাহত এই গান উঠে সর্ব্বদিশে,
সুদূর গগনে আর সমুদ্র কল্লোলে,
উচ্চ গিরি-চূড়ে আর গভীর কন্দরে ;
শুনে সেই, দিব্য কর্ণ প্রবোধিত যার। ৩৫

স্বভাব গম্ভীর ধ্বনি শুনিতে শুনিতে,
অনন্তের ছায়া তায় হেরিতে হেরিতে,
অগাধ গম্ভীর আর অনন্ত বিস্তার
ভাবেতে হইল পূর্ণ হৃদয় তাহার। ৩৬

এ ভাব সাগর পানে মানস-নয়নে
রহিলা সুধীর চেয়ে স্থির অনিমেষ,
এ হেন সময়ে অহো ! সে নয়ন পথে
কোন একজন যেন হইলা পথিক। ৩৭

ভ্রমিলা যাঁহার তরে দেশ দেশান্তর
তেঁহ যেন হৃদাগারে আপনা প্রকাশি
"এই আমি, হের হেথা, নহি কভু দূরে",
এই কথামৃত যেন আভাসে ভাষিলা। ৩৮

অচিন্ত্য অবাচ্য রূপ, সস্নেহ মহিমা
বিভাতে বিভায় তাঁর, মূর্ত্তি অপরূপ,
যুগপৎ ভক্তি-ভয় প্রেম উদ্দীপক ;
রহিলা চাহিয়া ধীর নিশ্চল নয়নে। ৩৯

অলক্ষিতে ক্রমে ক্রমে সে কান্ত মূরতি
হইল বিলয়, যেন আকাশের পটে,
ইন্দ্রধনু প্রকাশিয়া ক্রমে হয় লয় ;
সুপ্তোত্থিত প্রায় যুবা মেলিলা নয়ন। ৪০

মেলিলা নয়ন, স্থূল নির্জ্জীব নিস্তেজ
এ জড় জগৎ তার বাধিল নয়নে ;
উড়িয়া ভ্রমিতেছিলা মুক্ত মনোব্যোমে,
জড়ের দেউল যেন সে গতি রোধিল। ৪১

কিছু ক্ষুণ্ণ হয়ে ধৈর্য্য বাঁধিয়া হৃদয়
সুধীর সুদৃঢ় চিত্ত সমুৎসুক মনে,
গবেষণা তুলাদণ্ডে তুলিলা যতনে
প্রকৃতি আদরে তারে দিলা যেই ধন। ৪২

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

দেখিলা নশ্বর এই চঞ্চল জগৎ
নহে সৎ, বটে মাত্র ভান, সৎ যিনি,
অচল অটল ভাবে এর অভ্যন্তরে,
দেহেতে চৈতন্য প্রায়, করেন বিরাজ। ৪৩

দেহ পানে চাহি যথা দেহী অনুভূত
সেই মত বিশ্বপানে একাগ্র মানসে
চাহে যেই, তারি কাছে সেই জগৎ প্রাণ
আপন মোহন রূপ করেন প্রকাশ। ৪৪

তার ভাব সর্ব্বজন চিত্ত বিমোহন ;
তাঁহাতে ভাবিত বলি এ বিশ্ব সুন্দর
বিশ্বের মোহন রূপে আকৃষ্ট মানব
সুখ আশে ব্যগ্র মনে চাহে তাঁর পানে। ৪৫

অমনি সে বিশ্বপ্রাণ বিশ্বমধ্য দিয়া
প্রকাশিয়া, বরষিয়া করুণা অমিয়া,
করেন ব্যাকুল জনে শান্ত সুশীতল ;
তৃষিত চাতকে যথা ঘন দেয় জল। ৪৬

আহা রে মানবে করে কতটুকু আশা!
কতটা বা ইচ্ছা তায় করয়ে চঞ্চল ?
অনন্ত আকাঙ্ক্ষাময়ী এই যে প্রকৃতি
নহেন কি পূর্ণা ইনি তাঁর কৃপাবলে ?৪৭

"এই কৃপাময় আজি" ভাবিলা সুধীর,
"পূরিলা আমার মন ভাবামৃত দানে,
পাইব কি তাঁরে পুনঃ ? কেন না পাইব ?
তিনিও যেহেতু বাঞ্ছা করেন আমায়।৪৮

নতুবা জগত রূপ, আমার হৃত্তাপ
কি হেতু ? কি হেতু সেই রূপ দেখাইয়া
মোহিলা আমার মন ! কি হেতু বা ভবে
কিছু না করিলা মম আকাঙ্ক্ষা সমান ?৪৯

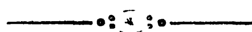
এমন দয়াল তিনি ; কেন ভ্রান্ত জীব
তাঁকে ছাড়ি দহে জ্বলি সংসার অনলে ?
দেখিব বর্ষিয়া তার চরিত অমিয়া
পারি কিনা শীতলিতে তা সবার হিয়া।৫০

কিন্তু আগে সাধনায় আত্ম বিশোধিয়া,
লভিয়া সামর্থ্য কার্য্য-সাধন-সমর্থ
নামিব করম ক্ষেত্রে হৃদে ধরি তাঁয়
অনুষ্ঠিতে মনুজের কল্যাণ সাধন। ৫১

নির্দ্দেশিয়া সাধ্য নিজ, সাধনার তরে
শান্ত সমাহিত চিত্তে ধেয়ানে আবার
নিমজ্জিলা, আবার দেখিলা সেই রূপ
স্নেহ মধুময় শান্ত গম্ভীর উজ্জ্বল। ৫২

খরস্রোতা নদী যথা সাগর সঙ্গমে
নিবিড় নিশ্চল শান্ত পরিতৃপ্ত প্রাণ,
সেই ভাবে এই রূপ ধরিয়া হৃদয়ে
রহিলা নিশ্চল চিত্ত ধীর সত্যব্রত। ৫৩

"সত্যব্রতের পরীক্ষা"



দ্বিতীয় সর্গ



দৃশ্যমান জগতের অভ্যন্তর দেশে
বিরাজে জগত অন্য আধ্যাত্ম আখ্যান .
গূঢ় গতিবিধি তার গূঢ় তার ভাতি,
অন্যবিধ চক্ষু চাই দেখিতে তাহায়। ১

রাজে তার উর্দ্ধদেশে এক রম্য পুরী,
সকলি সুন্দর তথা সকলি নির্ম্মল।
অলৌকিক শোভা তার করে পরাভব
কবির লেখনী আর চিত্রক তুলিকা। ২

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

নাহি তথা রোগ শোক দুঃখ দুর্বলতা,
নাহি তথা রাগ দ্বেষ মাৎসর্য্য হিংসন,
অহিত অসুখকারী যত জীবদ্রোহী,
এত ঊর্দ্ধে উঠে কারো নাহিক শকতি ।৩

অশিক্ষিত স্বতঃসিদ্ধ তথা তত্ত্বজ্ঞান,
উচ্চ ভাবচয় তথা সহজে প্রবল,
তেজোযুত শান্তি তথা অক্রোধ উৎসাহ,
নাহি দ্বন্দ্ব হিতে সুখে, শ্রেয়ে আর প্রেয়ে ।৪

প্রস্ফুটিত আধ্যাত্মিক ভাব সমুচ্চয়ে
সদা সমুজ্জ্বল এই ত্রিদিব নিলয় ;
বিহরে এখানে নিত্য দীপ্ত দেবগণ ;
প্রদীপ্ত এ স্থান সদা মধ্যাহ্ন সদৃশ ৫

দেবগণ প্রাণ মন মগ্ন দেবাদেবে
বহিরঙ্গে সবে ব্যস্ত জীবের মঙ্গলে ;
যত শুভ তত দেব অধিষ্ঠাতৃ রূপে
সাধেন জীবের শুভ অখিল জগতে। ৬

দ্বিতীয় সর্গ।

ঊর্দ্ধস্রোতা ঈশ-প্রেম মন্দাকিনী জলে
যে কেন না দেয় ছাড়ি জীবন তরনী,
অন্তিমে লাগিবে আসি ত্রিদিবের ঘাটে ;
অহো! মম ভাগ্যে ইহা কভু কি ঘটিবে। ৭

এই দিব্যধাম হ'তে দূর নিম্নদেশে,
আধ্যাত্ম জগত অন্ত সীমান্ত ব্যাপিয়া
আছে আর এক স্থান মহা ভয়ঙ্কর,
আঁধারিয়া চতুর্দ্দিক গভীর তামসে। ৮

সব তথা বিপরীত বিকৃত স্বভাব,
মলিন, বীভৎস দৃশ্য, ঘৃণ্য কদাকার ;
যেন বা বীভৎস ভয় পূর্ণ প্রকটিতে
বিরচিলা আদি কবি বিরিঞ্চি এ দেশ। ৯

জ্ঞান ভাব আদি দিব্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী
কভুনা বিকাশে কর এ ভীষণ পুরে ;
দূর পরাহত হেথা শান্তির নিরাগ,
নির্ম্মল আনন্দরূপ স্নিগ্ধ সমীরণ। ১০

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

অজ্ঞান তিমির মোহ ঘোর ঘনঘটা,
নিয়ত আচ্ছন্ন করে রেখেছে আকাশ ;
প্রমত্ত ইন্দ্রিয় বায়ু ঝটিকা তুলিয়া
করিতেছে এই দেশ নিত্য উপপ্লুত। ১১

গাঢ়তর করি এই গাঢ় অন্ধতম
গাঢ় কাল কলেবর প্রগাঢ় তামসে
মূর্ত্তিমান জীবলোক অশুভ স্বরূপে
বিহরে নিয়ত হেথা ভূত দৈত্যচয়। ১২

যথা বিভীষণ দেশ তথা দেশবাসী,
বিকট করাল মূর্ত্তি প্রচণ্ড দুর্ব্বার,
কল্পনা জল্পনা কার্য্য জগত অশুভ ;
অশুভ বিস্তারি এরা ভ্রমে বিশ্বধাম। ১৩

ঝড়বৃষ্টিবিতাড়িত অমাবস্যা নিশি
সিংহ ব্যাঘ্র অজগর পূরিত গহনে
যেই ভাব, সেই ভাব নিত্যস্থায়ী ভাব,
প্রেতের নিবাস এই ভীষণ রৌরবে। ১৪

দ্বিতীয় সর্গ।

নিশীথ হইতে কাল মধ্যাহ্নে উৎক্রমে,
মনোহর ঊষা রূপ ধরে মধ্যে যথা ;
বিষম রৌরব হ'তে ত্রিদিবে উঠিতে,
পাই এক রম্য স্থান মনুষ্যত্ব তথা। ১৫

প্রভাতে যেমতি আলো তামস মিশ্রিত,
মানুষে তেমতি মিশ্র জ্ঞান অগেয়ান ;
সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, কুমতি সুমতি,
শমিত প্রাখর্য্য সবে পরস্পর যোগে।১৬

মনুষ্যত্ব স্বরগ নরক প্রান্তদেশ
তাই নিত্য দ্বন্দ্ব হেথা দেবতা দনুজে
কভু বা দেবের জয় দৈত্য বিমর্দ্দিত,
কভু দৈত্য পরাক্রমে ক্ষোভিত দেবতা।১৭

শুভময় দেবগণ প্রবল যে কালে
পূরেণ এ দেশ তাঁরা স্বরগীয় ভাবে ;
যখন নারকী তেজ শাসে দেবচয়ে,
নারকীয় জঘন্যতা পূরে এই স্থান। ১৮

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

কিন্তু অমঙ্গল নহে সৃষ্টির উদ্দেশ্য,
বর্দ্ধিতে মঙ্গল শুধু আসে অমঙ্গল ;
আসুরি দৌরাত্ম্যে ক্ষুণ্ণ জীবগণ যবে
প্রতিকার হেতু ধাতা করেন উপায়। ১৯

কালক্রমে নরলোকে অসুর পীড়ণে
হইলা বিচ্যুত স্বত্ব দেবগণ যত
নরকের গাঢ়তম, গাঢ় মলিনতা,
মানব প্রকৃতি ঢাকি আচ্ছন্ন করিল ! ২০

চিন্তিয়া বিধাতা তবে করিলা সৃজন
দেবভাব পরিপূর্ণ দৈব শক্তিধর,
মানব আকারধারী একটী পুরুষ ;
পুনরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিতে ভবে। ২১

এই সে পুরুষ এই, হিমালয় চূড়ে
ধ্যানমগ্ন সত্যব্রত নিস্পন্দ শরীর ;
বিধাতার অভিপ্সিত সাধনের তরে
ডুবায়েছে মন প্রাণ সাধনা সাগরে। ২২

দ্বিতীয় সর্গ।

দিবা নাই, রাত্রি নাই, নাহি ক্ষুধা তৃষা,
নাহি জ্ঞান, এ জগত আছে কিবা নাই ;
মহান্ পুরুষ এই, এখানে, আমাতে,
সুধু এই বোধে মাত্র ব্যাপ্ত তার মন। ২৩

তাহার সাধনা হেরি দেবতা মণ্ডলী
পূরিলা ত্রিদিব ধাম ধন্য ধন্য রবে ;
ভাবিলা অসুরগ্রস্ত মনুষ্যত্ব পুরে
ইহা অবলম্বি পুনঃ লভিব আশ্রয়। ২৪

অসুরেরা ত্রস্তচিত্ত নরক প্রদেশে
ভাবিল, "যে দেখি এর তেজ ভয়ঙ্কর
বুঝি বা আয়াসলব্ধ নব রাজ্য পুনঃ
অচিরে অদৃষ্ট বশে এ হ'তে হারাই"।২৫

বলে সবে "এস দেখি কৌশল করিয়া
পারি কিনা এ পুরুষে ছলে প্রতারিতে
তবে সে অক্ষুণ্ণ থাকে মোদের প্রতাপ
সুখ-সেব্য মানুষের চিত্ত অধিকারে"। ২৬

কিন্তু দেখি সবে তার জ্বলন্ত প্রভাব
সংকল্প সাধনে কেহ নহে অগ্রসর
"তুমি যাও তুমি যাও" বলে পরস্পরে ;
মার্জ্জারে বাঁধিতে যথা মূষিক মণ্ডলে।২৭

কতক্ষণে বিলাসিনী নামেতে প্রেতিনী
প্রগল্‌ভা অধীরা ধৃষ্টা ঘোর কুহকিনী,
উঠিয়া বলিলা সবে "কেন চিন্ত এত ?
কিবা কাজ বল ছলা সামান্য মানবে ? ২৮

মোর ছলে ধাতা ধায় তনয়ার পাছে
ইন্দ্র হয় ছাগ মুস্ক, মৃগাঙ্ক চন্দ্রমা,
বিশ্বামিত্র আদি কত তেজস্বী তাপস
লভেছে কি গতি জান মোর ফাঁদে পড়ি ?২৯

কোন্ ছার এই নর ? ইহারে ছলিতে
এত কি ভাবনা ? কেন এত গবেষণা ?
গুটী দুই মৃদু ভাষ একটুকু হাসি
একটী কটাক্ষে একে ভুলাব এখনি।"৩০

দ্বিতীয় সর্গ।

"বেশ কথা যোগ্য তুমি এ কার্য্য সাধনে
তোমার কুহক জাল খ্যাত চরাচর ;
বেন্ধেছ যাহায় কত গর্ব্বিত মানবে ;
যাও তুমি" একবাক্যে সবে নিদেশিলা।৩১

সত্যব্রতের পরীক্ষা

•:(*):•-

তৃতীয় সর্গ

ধরণী বিলাসবতী বসন্ত আগমে
সাজিলা পল্লব বেশে পুষ্প আভরণে ;
আচল দুলিয়া মৃদু সমীর তুলিয়া
নাচিতে লাগিলা ধনী সুতানে গাইয়া। ১

তার হাবভাব তার গায়ন নর্ত্তনে
আনন্দে দোলিত মৃদু জগজ্জন মন ;
অনুকুল কাল এই, ভাবি মনে মনে
চলিলা বিলাসবতী হেলিয়া দুলিয়া। ২

তৃতীয় সর্গ।

চলিলা বিলাসবতী হেলিয়া দুলিয়া,
উদ্দীপিয়া আশাবহ্নি সঙ্গিগণ মনে ;
কোন ছলে মোহিব এ মনুজশার্দ্দূলে,
অবিরত এই কথা ভাবি মনে মনে। ৩

ভাবিলা ঃ— -

খেলে যথা মৃদু মৃদু সুরভি পবন,
থাকি থাকি পিক করে মধুর নিক্কণ ;
এ হেন বিজন দেশে রম্য উপবনে
বিরাজিত সুসজ্জিত প্রমোদ ভবনে। ৪

চন্দ্রমাশালিনী রম্যা বাসন্তী নিশায়
স্মরাকুল সুচতুরা বিলাস কলায়
নাচিয়া নাচিয়া মন নাচায়ে নাচায়ে
সুরায় সঙ্গীত মদে মাতিয়া মাতায়ে। ৫

নারিবে কি নারিবে কি বশিতে ইহায় ?
পারিবে, পারিবে, কিন্তু এক অন্তরায় ;
নিবৃত্তি পাপিনী এর বেন্ধেছে হৃদয়,
সে বাঁধ শিথিল করা সহজ ত নয়। ৬

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

না হোক সহজ, মম মোহন ছলনে,
না ভোলে কে আছে হেন এ মর ভুবনে ?
জগৎ আমার বশ, এই ছার নর,
এত কি শকতি ধরে হবে স্বতন্তর। ৭

দেখি একে মহাতেজা উদ্ধত প্রকৃতি
মোহিতে ইহারে যোগ্যা মুগধা যুবতী,
তাই দেখি বিচলিতে এ তাপস হিয়া
পারি কিনা মৃদু মুগ্ধা মধুরা সাজিয়া। ৮

এত চিন্তি মায়াবিনী সাজিলা মোহিনী
নবীনা ষোড়শী বালা ব্রীড়ানম্রাননা
বাড়াইয়া রূপ শোভা সুরুচির বেশে
সত্যব্রত পানে চাহি রহিলা দাঁড়ায়ে। ৯

কতক্ষণে সত্যব্রত তপ-শ্রান্ত-মন
চাহিলা নিশ্চল দৃষ্টি স্বপনে যেমতি
চাহে শিশু সংজ্ঞাহীন জননীর কোলে ;
মায়াময়ী মূর্ত্তি তার ভাতিল নয়নে। ১০

তৃতীয় সর্গ।

নয়নে নয়ন পাতে কুট কুহকিনী
সলজ্জ রক্তিমরাগে রঞ্জিয়া কপোল
স্নিগ্ধ কান্তি চক্ষু মুখ করি অবনত
পদ-বৃদ্ধাঙ্গুলে ক্ষিতি লাগিলা ক্ষোদিতে। ১১

হেরি তায় চমকিলা তপ-শান্ত-মনা
বিচলিল নির্ব্বিচল হৃদয় তাহার ;
নির্ব্বাত তড়াগ যথা লোষ্ট্র নিক্ষেপণে ;
সুধিলা 'কে তুমি ? কেন এখানে আগতি ?' ১২

উত্তরিলা নম্রমুখী অর্দ্ধস্ফুট স্বরে
পুনঃ পুনঃ তৃষাযুত কটাক্ষ নিক্ষেপি
"এই শৈল অধিপতি গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
তাহার কুমারী আমি তার গৃহে বসি। ১৩

বাসন্তি মলয়ানিল কুসুম সুরভি
সেবন মানসে আমি ফিরি বনে বনে
হেরি হেথা অপরূপ মনোহর রূপ
বিস্ময়ে এসেছি হেথা, কে বট, জানিতে।" ১৪

এত বলি কৈতবিনী রহিলা নীরবে
অনঙ্গ-বিলাস-স্নিগ্ধ-রূপ বিকাশিয়া
সুরভি পবনে, খর কোকিল নিক্কণে,
করিল সেরূপ আরো স্পৃহনীয়তর। ১৫

ঠিক যেন হৈমবতী হরে বিমোহিতে
দাঁড়াইলা সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা সাজিয়া
কে আছে ভুবনে হেন বশী মহাজন
ওরূপ দর্শনে যার না টলে মানস। ১৬

তপ-মদ-মত্ত কত তাপস মাতঙ্গ
হয়েছে নিবদ্ধ হেন রূপ-ফাঁদে পড়ি
খেলেছে শৃগাল প্রায় হেন যাদুবশে
ওজস্বীতা দীপ্ত কত পুরুষশার্দ্দূল। ১৭

কিন্তু সদা চিত্ত-গত-চক্ষু সত্যব্রত
দৃঢ়তার বাঁধ যেই হেরিলা শিথিল
অমনি মুদিলা নেত্র স্মরিয়া ঈশ্বর
তবু সেই রূপ ভাতি মর্ম্মে প্রবেশিল। ১৮

তৃতীয় সর্গ

কি বিষম, হে রমণ ! হৃদয় ঈশ্বর
তোমার পবিত্র ধাম হের কলঙ্কিত
বলিতে বলিতে ধীর নিমজ্জিলা পুনঃ
অগাধ অতলস্পর্শ ধেয়ান-অর্ণবে। ১৯

কোথা র'ল বিলাসিনী মায়িক চাতুরী
চকোরে কি ভুলাইবে ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা ?
অথবা সরমা কামকলা বিস্তারিয়া
আকর্ষিবে পশুরাজ সিংহের মানস ? ২০

বুঝিলা প্রেতিনী হ'ল ছিন্ন মায়াজাল
রূপের কুহকে কভু নহিবে এ বশ
ইহা ভিন্ন নাই তার অন্য কোন বল
তথাপি ভাবিল দেখি পুনশ্চ চেষ্টিয়া। ২১

এদিকে কঠোর তপা প্রগাঢ় ধেয়ানে
জগতের প্রাণে প্রাণ দিলা মিলাইয়া
ভাবে ভাব জ্ঞানে জ্ঞান বাসনা বাসনে
অহো ধন্য সত্যব্রত হেন সম্মিলনে। ২২

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

এই যোগবলে ধীর জানিলা সহজে
গম্যপথে বহু বিঘ্ন, এও অন্যতর,
অন্যে অন্যে ক্রমে ক্রমে উদিবে সকলে
নাহি রক্ষা সতর্কতা চক্ষু নিমিলিলে। ২৩

প্রদর্শিলে শিশুজনে ছল বিভীষিকা
ভয়াকুল মনে যায় জননী উৎসঙ্গে
সেই তার দুর্গাশ্রয়ে হইয়া নির্ভয়
ভয় প্রদর্শক পানে চাহে সগরবে। ২৪

সেইমত এ তপস্বী ভয় বিমুক্তিত
বিশ্বাশ্রয় সমাশ্রয়ে বলিষ্ঠ মানসে
হেরিলা মেলিয়া আঁখি দুষ্টা প্রেতিনীরে
নির্বিবষ সাপিনী হেন নিষ্প্রভ মলিন। ২৫

বলিলা "চিনেছি তোমা বৃথা চেষ্টা তব
মম পরে তব শক্তি নিতান্ত দুর্ব্বল
নমে কি খর্জ্জুর বৃক্ষ লতিকাকর্ষণে ?
বিন্ধে কি পাষাণ বক্ষ কুসুমের শরে ?" ২৬

তৃতীয় সর্গ।

বিলাসিনী :—

চিন নাই তুমি মোরে কহিনু নিশ্চয়
তোমার অহিত নহে মম অভিপ্রায়
সংসারে সন্তাপে দগ্ধ মানব নিচয়ে
শীতলিতে আমি ভূমে করি বিচরণ। ২৭

অর্থ চেষ্টা, জ্ঞান চর্চ্চা, বিশুষ্ক বিষয়ে,
মজিয়া মানব মন শুষ্ক মরু প্রায়
প্রেমের শীতল বারি করিয়া সিঞ্চন
করি আমি তা সবারে সরসতা দান। ২৮

পৃথিবীতে আছে যত সুখের আস্পদ
মধুর মনোজ্ঞ আর জন মনোহর
আমার বিলাস লীলা সেই সমুদয়
সুখ বিতরিয়া আমি বিহরি জগতে। ২৯

সত্যব্রত :—

রূপের ছলনা ছাড়ি বাক্যের ছলনে
বৃথা চাও মায়াবিনি! মোরে প্রলোভিতে
তব উপাসক যত লম্পট মাতাল
জানি নাকি সে সবার ঘোর পরিণাম ? ৩০

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

রূপজাত মোহে ভুলি ক্ষণিক বিলাসে
মজিয়া অবোধ জন হয়ে আত্মহারা
ভোগে শেষে এ জীবনে দুর্গতির শেষ
দারিদ্র্য বেয়াধি তাপ অকাল মরণ। ৩১

সুখ তুমি পাবে কোথা ? দিবে বা কেমনে
জানি তত্ত্ব তব, তুমি মোহ মূর্ত্তিমতী,
তব পথ অনুসরি বিভ্রান্ত মানব
প্রেম ভ্রমে ধেয়ে মরে মোহ মরীচিতে। ৩২

আপাতঃ সুখের লোভে প্রলোভি মানবে
অন্তিমে করহ নাশ ধনে মানে প্রাণে,
মোহিয়া নাশিতে জীবে চেষ্টা তব সদা
কিন্তু চেষ্টা মম পরে অনর্থ তোমার। ৩৩

বিলাসিনী।

জগতের সার বস্তু রূপজাত প্রেম
তাহে মগ্ন বিষ্ণু লক্ষ্মী, শঙ্কর পার্ব্বতী
সুপ্রবীনা অরুন্ধতী বশিষ্ট সুবশী
সবে রূপ-অনুরাগী রূপ-মত্ত মন। ৩৪

তুমি আজ মর্কট বৈরাগী কহিতেছ
রূপবতী সহ প্রীতি মোহ মরীচিকা;
তোমা হেন বীত রাগ হইলে বিধাতা,
কিভাব ধরিত তবে বিশ্ব চরাচর? ৩৫

তবে, শরত চন্দ্রমা, প্রভাত অরুণ,
তারকা মণ্ডিত নভঃ;
কুসুমিত বন, সরসী শোভন,
কমল কোমল প্রভ। ৩৬

শ্যামল সুন্দর তরুণ পাদপ,
ললিতা সুরূপা লতা
মদন মোহন, সুকান্ত পুরুষ,
রমণী লাবণ্য যুতা। ৩৭

থাকিত কোথায়? কোথায় থাকিত
মানসী সুষমাচয়—
স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রণয়, শান্ততা,
মোহন মাধুরী নয়? ৩৮

হইত জগত অনন্ত সাহারা
হৃদয়ও হইত তাই
তোমার যুকতি করিয়া বিস্তার
এইত মীমাংসা পাই। ৩৯

রূপের মহিমা তুমি ক্ষুদ্র নর
কেমনে বুঝিবে বল ?
আপনি শঙ্কর যুগান্ত সাধিয়া
নাহি পায় অন্তস্তল। ৪০

পূর্ণ ঈশ্বরের কি আছে অভাব
কিহেতু সৃজিলা ভব •
বিজ্ঞানে দর্শনে ইহার উত্তরে
নিয়ত রহে নীরব। ৪১

চিত্তের শিরস সংশয় বায়ুতে
নিয়ত হতো ঘূর্ণিত
যদি নাহি রূপে ভিষক হইয়া
মীমাংসা ঔষধ দিত। ৪২

তৃতীয় সর্গ।

পূর্ণ ভগবান, রূপের পূর্ণতা
জগজ্জন বিমোহন,
আপনার রূপে আপনি মোহিত
সেরূপ আস্বাদে মন। ৪৩

আপনি আপন মাধুর্য্য সম্ভোগে
কভুনা মিটে তিয়াস
আপন রূপাংশ পরিগৃহি তাই
পূরিতে হৃদয় আশ। ৪৪

সৃজিলা প্রকৃতি সৌন্দর্য্য আগরী
রূপ রাগ রসে ভরা
সত্ব রজঃ তমঃ শরীর তাহার
অন্তর মাধুর্য্যে গড়া। ৪৫

এই স্বরূপার রূপ আস্বাদনে
পানে মাধুর্য্য রসাল
নিয়ত নিরত পরম দেবতা
অনাদি অনন্ত কাল। ৪৬

এরূপ খেলায় হইল উদ্ভূত
বিনোদ সুন্দর ভব ;
সে ভব ভূষিতে রূপ খেলা দিয়া
তাহাতে সৃজিলা জীব। ৪৭

গড়িলা পুরুষ পরম পুরুষ
পৌরুষ্যে শোভিয়া তায় ;
গড়িলা রমণী প্রকৃতি আপন
ললিত রূপ শোভায়। ৪৮

উভয়ে যেমন উভয়ের রূপ
আস্বাদে তৃষিত মন,
করিলা তেমনি রমণী পুরুষ
অন্যে অন্যে বিমোহন ! ৪৯

যখন ইহারা প্রণয় খেলায়
প্রগাঢ় প্রমত্ত হয়,
উচ্চেতে থাকিয়া প্রকৃতি পুরুষ
হাসি হাসি দেখে তায়। ৫০

তৃতীয় সর্গ।

জীবের প্রণয় হেরিয়া তাদের
বাড়য়ে প্রণয় আশ,
অধিক প্রগাঢ় প্রণয় সম্ভোগে
মিটায় সেই তিয়াস। ৫১

এ হেন মধুর রূপের খেলায়
স্বজিত চালিত ভব,
থামাও যদ্যপি রূপেরে এখন
এখনি থামিবে সব। ৫২

এখনি থামিবে সময়ের চক্রে
ঋতুর পর্য্যায় গতি,
এখনি হইবে সংসার সরিতে
জীব-স্রোতের বিরতি। ৫৩

করহ এখন রূপের বিলয়
জলদে তড়িত প্রায়,
আপনি প্রকৃতি লয়ে এ জগত
হবে লীন ব্রহ্মকায়। ৫৪

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

থাকুক এ সব নর বোধাতীত
জগত রহস্য গূঢ়
দেখহ বিচারি মানব অন্তর
তুমি হে চিন্তা-চতুর। ৫৫

দেখ চেয়ে মনে হয় কি না হয়
সুখের প্রবল বল
ধরম করম গেয়ান অর্জ্জন
সুখের আশে সকল। ৫৬

সুখ সে রূপের ছায়া ;
হৃদয় সলিলে হয় প্রতিভাত
সুখরূপ রূপ কায়া। ৫৭

দেখহ চাহিয়া চিন্তার নয়নে
যতদূর দৃষ্টি যায়
রূপ ছাড়া সুখ সুখ ছাড়া রূপ
দেখহ আছে কোথায়। ৫৮

তৃতীয় সর্গ।

তুমি যে বিরক্ত এসেছ এখানে
সেও ত' সুখেরই তরে,
সেও সুখ চাও জগ বিমোহন
রূপ নিধি রূপ হেরে। ৫৯

রূপজ সুখের আশায় মানবে
চালে স্বাভাবিক বলে,
স্বভাব(ই) ঈশ্বর— গূঢ় অভিপ্রায়
প্রকাশে ভব মণ্ডলে। ৬০

এ স্বভাবে যেই করে অতিক্রম
শরীরে কিম্বা অন্তরে
আধি ব্যাধি তায় করয়ে পীড়িত
দুঃখে সেই জ্বলি মরে। ৬১

যেরূপ লালসে উৎবেজিত মন
তুমি হে আছ এখানে,
মিটে সে বাসনা স্বভাব নিয়মে
রমনী সহ মিলনে। ৬২

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

তুমি হে সুরূপ সুরূপা তোমায়
অবশ্য হৃদয় দিবে ;
তুমি সহৃদয় আপনি তাহার
প্রাণে প্রাণ মিশাইবে। ৬৩

উভয়ে উভয়ে হেরিয়া হেরিয়া
ভুলিয়া সময় গতি
মধুর মধুর কথোপকথনে
মজিবে দিবস রাতি। ৬৪

সুখের সাগরে মীনরূপে দোঁহে
রমিবে মাতি উল্লাসে
স্বভাব নিয়মে, ঈশ্বর আদেশ,
যাহে ধরায় প্রকাশে। ৬৫

দেখ আর এক স্বভাব চাতুরী
বিধির সৃষ্টি কৌশল
অতীব দুরূহ কৃত্যের সাধন
কেমন স্নিগ্ধ কোমল। ৬৬

সহজ প্রবল ইন্দ্রিয় লালসে
একে অন্যে নরনারী
করে আকর্ষণ সে আশা তর্পণে
প্রথমে মিল সবারি । ৬৭

ক্রমে এ বন্ধন অতিক্রমি দেহ
বাঁধে অন্তরে অন্তরে
তখন উভয়ে আপনা ভুলিয়া
জীয়ে একে অন্যতরে । ৬৮

হেনরূপে শিখি আত্মায় আত্মায়
কিম্ভূত সম্ভোগ রীতি
হয় যোগ্য নর পরাত্মা সঙ্গমে
নিমজ্জিতে নিজ মতি । ৬৯

হেনরূপে আর প্রিয়জন গুণে
হইয়া মোহিত মন
গুণ পক্ষপাতী হয় নিরন্তর
সরস প্রেমিক জন । ৭০

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

গুণে অনুরাগ, দোষে বীতরাগ,
পাপে ঘৃণা, পুণ্যে প্রীতি
লভে ক্রমে ক্রমে সহজে প্রেমিক
হেনরূপ উচ্চ নীতি। ৭১

এরূপে যেরূপ খেলায় বিস্তারে
জগত সৃজন কাজে
এরূপে যেরূপ সহায়ে সুখাশা
চালায় জীব সমাজে। ৭২

এরূপ যেরূপ পুরুষার্থ দিকে
অতর্কে লইয়া যায়,
তুমি অর্ব্বাচীন গরবে ফুলিয়া
অবজ্ঞা করহ তায়। ৭৩

করহ করহ কভু না দ্রোহিতা
সহিবে স্বভাব রাজ ;
তাহারে লঙ্ঘিয়া গিয়াছে অক্ষত
না দেখি জগত মাঝ। ৭৪

তৃতীয় সর্গ।

তেজোমদে মাতি উল্লঙ্ঘিয়া কূলে
যে দশা ভোগয়ে মীন
তুমিও সে দশা নির্জ্জনে কুর্দ্দনে
ভোগিয়া হইবে ক্ষীণ। ৭৫

যথা অবর্ষণে নদী, হ্রদ, কূপ,
শুকায়ে শ্রীহীন হয় ;
তেমতি বিশুষ্ক নিবৃত্তি প্রভাবে
হইবে তব হৃদয়। ৭৬

নাহি পাবে সুখ না পাবে ঈশ্বর
জড়তা পাইবে চিত,
কি করি কি করি ভাবিয়া ভাবিয়া
করিবে কাল যাপিত। ৭৭

তখন যদ্যপি সংসার করিতে
জনমে মানসে আশ
জানিও নিশ্চয় তাহাতে নিশ্চয়
নিষ্ফল হবে প্রয়াস। ৭৮

তপ-তাপ-দগ্ধ বিশুষ্ক বদন,
বিশুষ্ক হৃদয় যার,
বিহীন যে জন গৃহ ধন জন
বসন ভূষণ আর। ৭৯

বল কোন নারী কি সুখ আশায়
হৃদয় দিবে তাহায় ?
জল অন্বেষণে বল দেখি কেবা
অনীর মরুতে ধায় ? ৮০

এরূপে তোমার স্বভাব শাসনে
একুল ওকুল যাবে
দেখহ অন্বেষি ইতিহাস পটে
হেন চিত্র বহু পাবে। ৮১

কিন্তু যে আমায় মায়াবী বলিয়া
হয়েছে তোমার জ্ঞান
আমার কথায় হবে বিপরীত
সবে হবে সন্দিহান। ৮২

করহ সন্দেহ যা হবার হবে
অলঙ্ঘ্য বিধি লিখন ;
মরণ ঔষধ শ্রবণে বাঁধিলে
কে করে মৃত্যু বারণ ? ৮৩

এইরূপে বাক্‌জাল করিয়া বিস্তার
তাপসের দুঃখ ভাবি যেন ম্রিয়মান
হেন ভাব মায়াবিনী বদনে প্রকাশি
থামিয়া রহিল চেয়ে সত্যব্রত পানে। ৮৪

ভেবেছিলা সে তাপস এ ক্ষুদ্র প্রেতিনী
গুটীতুই দৃঢ়ভাষে পালাইবে ত্রাসে
কিন্তু সে চটুলা হেন সুনিগূঢ় ছলে
মরম পরশি তায় ফেলিলা চিন্তায়। ৮৫

ক্ষণকাল নিরখিয়া চিত্ত আপনার
দিবালোকে হেন যায় প্রকাশে সকল
মায়াবিনী ভ্রান্তি যত সহজে হেরিয়া
ধীরে ধীরে সুগম্ভীরে উত্তরিলা ধীর। ৮৬

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

অয়ি পাপে মায়াবিনি! বলিছ কি তুমি ?
উলটি পালটী, একে আর বাখানিয়া
মিশাইয়া সদসতে অধমে উত্তমে
পাপে উত্তোলিয়া উচ্চে পুণ্যে নীচে আনি।৮৭

ভুলি নাই যদি তব রূপের কুহকে
ভুলিব কি অল্পপ্রাণ বাক্য ছলনায় ?
কটাক্ষে নিস্ফল যবে, কটাক্ষিণী চায়
ঘুঝিতে তর্কের শরে, শুনি হাসি পায়। ৮৮

বাসন্তী পূর্ণিমা নভঃ, দেবঋষি মন
প্রশান্ত নির্ম্মল স্নিগ্ধ, ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার ;
না ঢাকে মোহের মেঘে, কামের পবন,
উদিয়া না ভাঙ্গে সেই শান্তি মনোরম। ৮৯

তাহাদের সুগম্ভীর, কাম গন্ধহীন,
প্রণয় ব্যাপার বটে তেমতি শোভন ;
যথা শোভে সদা শান্ত নির্ম্মল আকাশে
তারকায় তারকায় শান্ত সম্মিলন। ৯০

তৃতীয় সর্গ।

প্রবলা লালসাময়ী তুমি, মায়াবিনি !
আরোপ সকল কার্য্যে লালসা কারণ ;
ভাব অসম্ভব কার্য্য লালসা ব্যতীত,
তাই কহ কামমুগ্ধ দেবঋষি মন। ৯১

কহ তাই বিশ্বহেতু পুরুষ প্রকৃতি
অবশ অধীর মত্ত লালসার বশে ;
লালসা-তর্পণে শুধু ইচ্ছাশক্তি বিনে
জনমিল জনপ্রাণী সহ এ সংসার। ৯২

মানবেও নিন্দনীয় যেমন চরিত
ঈশ্বর চরিতে তাহা করি আরোপণ
সাধুজন মর্ম্মভেদী অশ্রাব্য কথনে
আপনার জঘন্যতা শুধু প্রকাশিছ। ৯৩

জ্ঞানিজন হেরি ভবে শক্তিহীন জড়
স্থাপে তার হেতু শক্ত স্ববশ ঈশ্বর ;
লালসার বশ যদি হয়েন ঈশ্বর
ঈশ্বরত্ব তবে কভু নাহি থাকে তাঁয়। ৯৪

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

কি ছিল আদিতে কেন বিশ্ব জনমিল
কেবা জানে, কেবা তাহা জানিতে সক্ষম,
স্বষ্ট মুখে স্বষ্টিকথা প্রলাপ বচন ;
অপ্রত্যক্ষ অপ্রমাণ বলে বিজ্ঞজন। ৯৫

অতীত যে অবিজ্ঞেয় না চাহি জানিতে
অলস কল্পনে কেন আত্ম বিড়ম্বিব ?
অনন্তের অন্ত কেবা চাহে নির্দ্দেশিতে
বাতুল শুক্তিতে চায় সাগর সিঞ্চিতে। ৯৬

বর্ত্তমানে পূর্ণ মম তনু মনঃ প্রাণ ;
বর্ত্তমান ভেদি দৃষ্টি চলে না আমার,
এখনি—এখানে—এই, মূলমন্ত্র মোর
'এখনি এখানে এই' বাক্য সারাৎসার। ৯৭

'এখনি এখানে এই' গায় সমীরণ
'এখনি এখানে এই' ধ্যায়িছে আকাশ
'এখনি এখানে এই' উচ্চ নিনাদিয়া
নাচিছে উচ্ছ্বাসে ভাসি শশাঙ্ক তপন। ৯৮

তৃতীয় সর্গ

আছে যত জীব, জড়, স্বরগে মরতে
আনন্দ উৎসাহে মাতি, বরযাত্র বেশে,
চলিছে অনন্ত পথে, পূর্ণ সমারোহে,
'এখনি এখানে এই' ধ্বনিয়া নির্ঘোষে। ৯৯

অবিচল সুনির্ম্মল শান্ত জ্যোৎস্নাময়
এই সৎ এই রাজে আপন প্রভাবে,
এখনি এখানে এই, আছে আর যত
ফেন, বিম্ব, হেন ভাসে এ সত্তা সাগরে। ১০০

এঁর জ্ঞান পরিণত জগত শৃঙ্খলে,
জগত মাধুর্য্যময় এঁর রসাশ্রয়ে,
জগতের ক্রিয়া এঁর ইচ্ছা পরিণতি,
ইহার শিবত্বে ভবে মঙ্গল বিধান। ১০১

দীপ্যমান এই সৎ হেরি বিদ্যমান
অতীত ভবত পানে কি হেতু চাহিব ?
বল কে আপন জন সহ সম্মিলনে
অতীত ভবত ভাবি হয় মুহ্যমান ? ১০২

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

অহো ধন্য ভাগ্যবান সেই মহাজন!
এই সত্তা সূর্য্য যার অন্তরে প্রকাশি,
প্লাবে তার প্রাণ মন আনন্দেও করে;
কি সুখ বারিধি মাঝে সে নিত্য সন্তরে? ১০৩

কিবা সুখ লোভ তুমি দেখালে আমায়?
নহে কি সে মোহ ঘুমে ক্ষণিক স্বপন?
নহে কি সে মোহ মেঘে বিজলি চমক?
সন্তাপ আঁধারে যায় ফেলে ক্ষণ পরে। ১০৪

সুন্দরে না করি নিন্দা আমি কদাচিৎ,
নিয়ত করি গো আমি সৌন্দর্য্যের পূজা,
এ ভব সুন্দর বলি আমি এর বশ,
সৌন্দর্য্যে সৌন্দর্য্যাধারে সঁপেছি এ প্রাণ।
১০৫

পুরুষ সুরূপ আর রূপসী রমণী
হেরি আমি হই সদা পরিতুষ্ট মন।
নিস্কাম নির্ম্মল মনে যে হেরে সুরূপ
নির্ম্মল আনন্দে হয় ফুল্ল তার মন। ১০৬

তৃতীয় সর্গ।

তুমি আসি উদ্দীপিয়া লালসা দারুণ,
কর জীবে ব্যতিব্যস্ত ভোগ বাসনায়
পাপের সাগরে জীব সে তৃষা তর্পণে
ডুবে, কিন্তু নাহি হয় পরিতৃপ্তি তার। ১০৭

কহিনু তোমারে তাই মোহ মরিচিকা ;
প্রলোভিয়া মুগ্ধনরে করহ বিনাশ।
হৃদয় আনন্দ রূপে না করি নিন্দন ;
নিন্দি আমি মোহ রূপা তোমা শতবার। ১০৮

কহিলে প্রমত্ত মনে রমণী সঙ্গমে
লভে নর ক্রমে মুক্তি আর উচ্চ নীতি,
সংসার প্রমত্তে ধায় রমণীর পাছে
একটীও সাধু তায় কেন নাহি পাই ? ১০৯

জানি আমি কর্ম্ম অনুসারে ফলে ফল :—
অজ্ঞানে অন্ধতা ফলে, পাপেতে সন্তাপ,
গেয়ানে আনন্দ ফলে, শান্তি নিবর্ত্তনে,
মোহ তমে মুক্তি আলো কেমনে ফলিবে ?১১০

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

হেরিয়াছি সাধুজন সাধুতার বলে
করিয়া লয়েছে সাধু প্রণয় ব্যাপার ;
কিন্তু কভু দেখি নাই সাধু জন শোভা
ধরিয়াছে কেহ ডুবি ব্যসন কর্দ্দমে। ১১১

মানব কর্ত্তব্য সার এই জানি আমি
আপনার অনীশতা হেরিয়া নিয়ত
ঈশ পদে আপনায় করিয়া অর্পণ
চলিবে নিয়ত তাঁর নির্দ্দেশিত পথে। ১১২

চলিবে নিয়ত তাঁর নির্দ্দেশিত পথে
বেষ্টিয়া তাঁহায়, তাঁর আলোকে রঞ্জিয়া,
স্বজন বান্ধব সহ, যথা গ্রহচয়
উপগ্রহ সহ চলে তপনে বেষ্টিয়া। ১১৩

তুমি উপদেশ তারে প্রমত্তে ধাইতে
বাসনার কেন্দ্র হীন উচ্ছৃঙ্খল পথে,
কে ধরে গ্রহেরে বল কক্ষ তেয়াগিলে ?
শ্রেয় ত্যাগে রক্ষে জীবে কে আছে এমন ?
১১৪

তৃতীয় সর্গ।

আসুরি চরিত হয় মাদকতাময়
মাতাইয়া ভুলাইয়া ডুবায় নরকে।
শুদ্ধ স্নিগ্ধ শান্ত ভাবে, জ্ঞানে উদ্বোধিয়া
ত্রিদিবে ত্রিদশে তোলে দুর্ব্বল মানবে। ১১৫

দেবতার অনুগ্রহে জানিয়াছি তোমা,
জানিতেছি কিসে হবে মঙ্গল আমার,
সেই আচরিব আমি কায় মন প্রাণে
যাহে জানি জনমিবে দেবের সন্তোষ। ১১৬

স্বভাব নিদেশ আমি নাহি লঙ্ঘি কভু,
স্বভাবের আজ্ঞা নহে সর্ব্বত্র সমান,
তুঙ্গবৃক্ষে লতায়িতে কহেনা স্বভাব
প্রবীণে কহেনা পুনঃ বাল্য আচরিতে। ১১৭

স্বভাব নিদেশে গিরি অভ্রভেদি উঠে;
স্বভাব নিদেশে দুর্ব্বা ভূতলে গড়ায়;
স্বভাব নিদেশে ধায় নদী বেগবতী;
নিশ্চল ঘুমায় হ্রদ স্বভাব নিদেশে। ১১৮

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

স্বভাব নিদেশে গায় বেয়াস বাল্মীকি,
কপিল করয়ে চিন্তা, যুঝে ভৃগুবীর,
বুদ্ধদেব ছাড়ে গৃহ, বশিষ্ঠ ধেয়ায়,
স্বভাব নিদেশে আমি করি এই ব্রত। ১১৯

নহিব বিশুষ্ক এতে নহিব কাতর,
নিদেশ লঙ্ঘনে যাঁর শাস্তি ভোগে জীব
তিনিই আবার স্নিগ্ধ জননী হইয়া
তোষেন পোষেন জীবে কত স্নেহদানে। ১২

অহঙ্কারী আত্মম্ভরী যে মুগ্ধ মানব
এই মায়ে উপেক্ষিয়া চলে আত্ম ভরে,
ত্রিশঙ্কুর হেন দশা ঘটয় তাহার
শুষ্কতা সংশয় শূন্যে হয় তার স্থান। ১২১

এসব প্রলোভে মম চিত্ত না চলিবে,
এই সব ভয়ে মম মন না টলিবে,
তোমার বচন চেষ্টা আমায় তেমন,
কৃপণের কাছে যথা ভিক্ষুক স্তবন। ১২২

তৃতীয় সর্গ।

নিস্ফল প্রয়াস তব নিস্ফল প্রয়াস
ছাড়হ আমার আশ, ছাড় মম পাশ ,
অথবা যাও বা থাক যাহা লয় মন
কাট পতঙ্গেও তোমা না করি গণন। ১২৩

প্রেতিনার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে
উদিল হৃদয়ে তার প্রিয় সঙ্গ তৃষা ;
ভকত-জন-বাঞ্ছিত সেরূপ মোহন
পাইলা হৃদয়ে, প্রাণ নিমজ্জিল তায়। ১২৪

ভাতিল অপূর্ব্ব জ্যোতি বদন মণ্ডলে ;
দেবতা সম্পাশে যথা মর্কটার রূপ,
তেমতি পিশাচী রূপ সে জ্যোতিপ্রভায় ;
অসূয়ায় ক্ষুণ্ণমতি হইল পিশাচী। ১২৫

বৃথা রহি কেন আর এখনে দাঁড়ায়ে,
হারিনু, হাসানু লোকে, দর্প হল চুর্ণ,
বিকৃত বদনে এই ভাবিতে ভাবিতে
মন্দ পদে বিলাসিনী চলে তমোদেশে। ১২৬

যেমন লঙ্কেশ স্বসা দুষ্টা শূর্পণখা
নাসা কর্ণ ছিন্ন হলে লক্ষ্মণ আয়ুধে,
নির্লজ্জ ক্ষোভিত চিত্তে বিকৃত বদনে,
ক্ষীণ পদক্ষেপে যায় দশানন স্থানে। ১২৭

সত্যব্রতের পরীক্ষা

——ঃ০)*(০ঃ——

চতুর্থ সর্গ।

উৎকণ্ঠায় অসুরেরা আছে পথ চেয়ে
হেন কালে বিলাসিনী আইলা তথায়,
হাব ভাবে বুঝি তার চেষ্টা পরিণতি
নানা জনে নানা কথা লাগিলা কহিতে। ১

চণ্ডক নামেতে এক প্রচণ্ড অসুর
প্রকাণ্ড মূরতি তার বিকট ভয়াল
অগ্নি অক্ষি দেহরাগ ঘোর ঘনঘটা
বাক্য বজ্রনাদ, শ্বাস প্রলয় ঝটিকা। ২

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

যথা যায়, যায় সেই দিক আঁধারিয়া ;
জগজ্জনে গণে ক্ষুদ্র পতঙ্গ সমান ;
তার দাপে বসুন্ধরা কত শত বার
শোনিতে প্লাবিতা হয়ে, হয়েছে কম্পিতা।৩

কহিলা ভীষণ সেই দেবারি প্রধান
বঁড়শীতে বিদ্ধ যদি হ'ত তিমিঙ্গিল
বড়শার নাম হ'ত অলীক কল্পনা
তেজস্বী তাপস'পরে কি শক্তি ইহার ? ৪

আকর্ষিয়া নিত্য নিত্য যুবক সফরি
হয়েছে গরবে অন্ধ মুগ্ধা বিলাসিনী ;
সাধ্যের অতীত কার্য্যে অবিতর্কে ধায়,
সমুচিত শাস্তিতার হয়েছে এখন। ৫

বিরাট-মানস যুবা প্রকাণ্ড হৃদয়,
প্রবল বাসনা এর দুর্দ্দম্য শকতি ;
আমি মাত্র শক্ত এর গতি ফিরাইতে,
উচ্চাশা মদিরা মদে মোহিয়া মাতায়ে। ৬

চতুর্থ সর্গ।

দেখ বশ করি এই প্রচণ্ড বায়বে
বিপ্লব তুফান তুলি কাঁপাইয়া ধরা
স্থায় ধর্ম্মাশ্রম যত দেই উড়াইয়া
দৃঢ়ীভূত করি আরো মোদের প্রতাপ। ৭

বলিয়া উড়িলা দৈত্য আঁধারি আকাশ
মলিন তপন মুখ রাহু গ্রাসে যথা ;
কিন্তু যে তপন গ্রাসে চলিলা চণ্ডক
দগ্ধ মুখ হবে তার মহাতপ তেজে। ৮

বর্ষ চক্রে নিয়তির অলঙ্ঘ্য শাসনে
মীনে ছাড়ি সূর্য্যদেব মেষে সংক্রামিল ;
প্রখর প্রচণ্ড রশ্মি করি বিকীরণ
উদ্ধত যুবক ইব মূরতি ধরিল। ৯

সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তীয় কৈশোর মূরতি,
কোমল মধুর জন-মনো-মুগ্ধকর
তেয়াগিয়া, প্রভাময় যৌবন গরিমা
ধরিলা স্বভাব এই বিশ্ব চরাচরে। ১০

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

দহ্যমান ইন্ধনের পরশে ইন্ধন
জ্বলে যথা সেই মত স্বভাবের ভাবে
উদ্দীপয় অনুরূপ ভাবের অনল
ভাবগ্রাহী সহৃদয় জনগণ-হৃদে। ১১

অসুরা প্রতিভাবলে চণ্ডক দুর্ম্মতি
এই গূঢ় জীবতত্ত্ব আছে পরিজ্ঞাত,
নিদাঘ ওজস্বিভাবে দীপ্ত তপস্বীরে
উদ্ধাতো মাতিতে তাই আশংসি চলিল। ১২

পূর্ব্ববৎ তপমগ্ন তপস্বি প্রবর,
কভু যোগে রত, কভু তত্ত্ব নিরণয়ে
প্রগাঢ় নিবিষ্ট চিত্ত, কভু ব্যস্ত ভাবি
কি উপায়ে জগজ্জনে করিবে উদ্ধার। ১৩

অকস্মাৎ বজ্রধ্বনি শুনিলা আকাশে
বিস্ময়ে চাহিলা ঊর্দ্ধে, মেঘাচ্ছন্ন হেরি
নির্ম্মেঘ যে দেশ সদা তর্কিলা মানসে
প্রকৃতির ব্যভিচার নহে সুলক্ষণ। ১৪

চতুর্থ সর্গ।

গাঢ়তম-বজ্রনাদ, বিকট তড়িত,
ঝটিকায় বিকম্পিত গিরিশৃঙ্গচয় ;
মহাশব্দে দিঙ্মণ্ডল হইল ধ্বনিত
যেন বা প্রলয় কাল হ'ল উপস্থিত। ১৫

ভীষণতা মাঝে ডুবি "ভীষণ ভীষণে"
নিরখিছে সত্যব্রত বিস্ফারিত আঁখি,
মহাশব্দে একস্তম্ভ জলস্তম্ভ প্রায়
নামিল সম্মুখে তার হেরিলা তাহায়। ১৬

বিশাল মূরতি এক, মহা ভয়ঙ্কর,
প্রলয় বিষাণধারী মহেশ সদৃশ ;
দেখি তায়, সত্যব্রত শঙ্কান্বিত চিতে,
দৃঢ় করি আশ্রয়িলা নিখিল আশ্রয়ে। ১৭

মেঘনাদে সেইরূপ গম্ভীরে ধ্বনিল,
"নহ জীব ভীত কিন্তু মোর ভীমরূপে
নির্ভয়, যাহারা হয় অধীন আমার
তাহাদের ভয়ে কাঁপে বিশ্ব চরাচর। ১৮

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

আমার আশ্রিত বৃত্র নৈকষেয় শূর
কত কি করেছে তাহা জগতে বিদিত,
মথেছে মেদিনী তারা দলেছে স্বরগ
রেখেছে অতুল কীর্ত্তি এই ধরাধামে। ১৯

আমি রুদ্র, অগ্নিবীর্য্য, ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে
কটাক্ষে চাহিয়া ভস্ম করিবারে পারি,
মহামনা জীবচয় মমদত্ত বরে
অর্জ্জয় অতুল কীর্ত্তি, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। ২০

তোমাতেও দেখি সব মহত্ত্ব লক্ষণ
উচ্চ আশা, মহাশক্তি, মহা তেজস্বিতা,
চাও যদি মহত্ত্বের তুঙ্গশৃঙ্গে স্থান
লও হে মানব তবে আমার আশ্রয়। ২১

যত উচ্চে উঠে তব আকাঙ্ক্ষার চূড়া,
ততোঽধিক উচ্চে তোমা করিব উন্নত,
ঊর্দ্ধ দৃষ্টে সবিস্ময়ে তব পানে চাহি
বিতর্কিবে সবে, তুমি দেব কি মানব। ২২

চতুর্থ সর্গ।

লহ বর, হবে তুমি অজেয় জগতে;
লহ মন্ত্র, যাহে তুমি হবে সিদ্ধকাম,
বীর অবয়ব তুমি ধরি বীরবেশ
নাম ভূমে বীর যোগ্য সুখ্যাতি লভিতে।২৩

ধরাধামে আছে কত রাজ্য অরাজক,
নাহি যায় ন্যায় ধর্ম্ম আচার বিচার;
প্রপীড়িত প্রজাবর্গ হয়িছে উত্থিত;
ঝটিকা তাড়িত ক্রুদ্ধ সাগরোর্ম্মি প্রায়। ২৪

যাও হেন কোন রাজ্যে, মম মন্ত্র বলে
সেই রাজ্য-চক্রবর্ত্তী হইবে অচিরে;
পরস্পরে বিসম্বাদী প্রকৃতি নিচয়
দেখিবে নিশ্চয় তব পদপ্রান্তে নত। ২৫

এই মন্ত্র পড়ি তুমি দিও হুহুঙ্কার,
দেখিবে অসংখ্য সৈন্য প্রচণ্ড দুর্ব্বার—
তেজমদে বীর দর্পে প্রমত্ত হইয়ে
আসিয়া জুটিবে তব পতাকার তলে। ২৬

এই মন্ত্র পড়ি তুমি দিও হুহুঙ্কার
যবে তুমি দিগ্বিজয়ে নামিবে ভূতলে,
এমন যে মানী রাজা দুর্দ্ধষ দুর্য্যোধ
গরুড়ে ফণীর প্রায় নোয়াইবে শির। ২৭

পশিবে সমরে যবে করি মহামার
অগ্রসর, অগ্রসর, সোৎসাহে ধ্বনিয়া,
নাশিবে নিমিষে যবে শত্রু লাখে লাখ
কেমন উল্লাসে তব নাচিবে হৃদয়। ২৮

বাত্যাপদে নত যথা বিটপি-নিচয়
রাজ্যপরে রাজ্য হবে তব পদে নত,
বার দিয়া বসি জিত নৃপতি মণ্ডলে
দেখিও তখন নিজ গৌরবের সীমা"। ২৯

না হইতে পিশাচের বচন নিঃশেষ
বিশ্বাশ্রয় সমাশ্রয়ে বীত-শঙ্ক মনে
কহিলা তপস্বিবর সুস্থিরে চাহিয়া
দুর্গাশ্রিত জন যেন দুর্গ আক্রমীরে। ৩০

আসিতে যদ্যপি হেথা দিন দুই আগে
বুঝি বা পারিতে তুমি ভুলাতে আমায়,
পার্থিব গৌরব ছবি আকর্ষয় মন
যথার্থ মহত্ত্ব জ্ঞান না জন্মে যদ্যপি। ৩১

তব বাক্যে প্রতারিত কত না মানব
উৎসর্গিয়া দয়া মায়া দুরাকাঙ্ক্ষা পদে,
ভ্রমেছে ধরায়, নাশি মানব-নিচয়ে;
উন্মত্ত শার্দ্দূল যথা ক্ষীণ মেষপালে। ৩২

কিন্তু হায়! তাহাদের পরিণাম স্মরি
শক্রজন-মন হয় দয়ায় দ্রবিত,
কেহ বা এলোকে হেরে সেলোক সূচনা *
ভারবহ প্রাণ কেহ ছাড়ে দূর দ্বীপে †। ৩৩

---

* মারে সাহেব কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে আওরঙ্গজেব বাদসাহের একখানা পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে সারা জীবন দুষ্কর্ম্মের জন্য তিনি শেষ বয়সে যে অন্তর্জ্বালা ভোগ করিতেছিলেন তাহা সুবিস্তারে বিবৃত করিয়া এই বলিয়া উপসংহার করেন যে, লোকে পরলোকে কি গতি হইবে তাহা জানে না কিন্তু আমি ইহলোকেই পরলোকের সূচনা পাইতেছি।

† নেপোলিয়ান শেষ জীবন সেণ্টহেলেনা দ্বীপে বন্দিভাবে কাটাইয়াছিলেন ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

অবস্থা তুষার স্তূপে অচল বিভ্রমে
উঠি যেই করে স্থির নিবাস কল্পনা
দুর্ভাগ্য মার্ত্তণ্ডে যবে সে তুষার গলে,
যায় তার প্রাণ ডুবি অতল সাগরে। ৩৪

বিধাতা-সৃজিত এই ভব-রম্যবন
একটী পরাণী তায় একটী কুসুম
বন শোভা নাশে যেই ছিড়ি ফুলচয়
অসুরতা বিনে কোথা মহত্ত্ব তাহার। ৩৫

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এই ধরা মসীবিন্দু
ধরামাঝে মসীবিন্দু আমি ক্ষুদ্র জীব
বিশ্বেশ তুলনে আমি আছি কিবা নাই
আমার কি সাজে বল মহত্ত্ব গরিমা ? ৩৬

মানিহে সার্থক আমি এই ক্ষুদ্র প্রাণ
আভাসে জানিহে যদি "মহতোমহতে"
তাঁর ভাবে বিহ্বলিত উন্মত্ত হইয়া
পারি যদি জগজ্জন মন বিমোহিতে। ৩৭

চতুর্থ সর্গ।

আসুরি মহত্ত্ব তব আসুরি উল্লাস
শোভা পায় তথা মৃত মানবের চিত্তে
শকুনি গৃধিনী যথা মৃত দেহপরে
বিকট জঘন্য দৃষ্টি ন্যক্কার জনক। ৩৮

এ মহত্ত্ব এ উল্লাস দেখায়ে আমায়
পারিবে না পারিবে না প্রলোভিতে মোরে,
অযাচিত মন্ত্র তব অপ্রার্থিত বর
চাহি না চাহি না ওহে তামস নিবাসা। ৩৯

শুনি হেন বাক্যচয় উদ্ধত চণ্ডক,
সম্ভবতঃ ক্রোধে হবে হুতাশন প্রায়;
কিন্তু চিত্র! হেরি তায় বিষণ্ণ মলিন
হীনতেজা জরাগ্রস্ত সিংহ অনুরূপ। ৪০

কহিলা নির্বীর্য্যে যথা অভিনয়ে ক্রোধ
ওরে রে অবোধ, মন্দ অদৃষ্ট তোমার,
যুগান্ত সাধিয়া যাহা নাহি পায় নরে
উপযাচি দেই তোমা এ হেন সম্পদ। ৪১

কিন্তু তুমি ভুলি ঘোর ভ্রান্তির কুহকে
মনের ছায়ায় ভাবি সর্ব্ব সত্তা সার ;
পুরুষার্থ গণি সেই ছায়ার অর্চ্চনা,
ক্ষিপ্ত বাতুলের প্রায় উপেক্ষিত তাহে। ৪২

উপেক্ষিত, শাস্তি এবে পাবে হাতে হাতে
উঠিবে মানবকুল বিরুদ্ধে তোমার,
যাবে যবে ভেক ধরি মনুজ নিলয়ে
বাতুলিতে আত্মবৎ মুগ্ধ নর-নারী। ৪৩

আছে যত যন্ত্রণার যন্ত্র মনুষ্যের
অনিবার নিষ্পেষিত হইবে তাহায়,
অবশেষে অপমানে দস্যুজন প্রায়
রাজদণ্ডে প্রাণ দণ্ড ঘটিবে তোমার। ৪৪

প্রথমে ভীষণ দর্প গর্ব্ব রৌদ্র ভাব,
অশক্তের প্রায় শেষে অভিসম্পাতন ;
লক্ষিয়া তপস্বিবর ঈষৎ হাসিলা,
সুদৃঢ় বচনে ধীর তারে উত্তরিলা। ৪৫

চতুর্থ সর্গ।

মহতের ছবি অহে তামস দুর্ম্মতি,
আঁকিলে যে নাহি তাহে মহত্ত্বের লেশ ;
তেমতি যে বিভীষিকা চিত্রিছ এখন
না হেরি বিভীতি তায় তিল পরিমাণ। ৪৬

ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যে যার পড়েছে নয়ন,
লৌকিক ঐশ্বর্য্য সেই লোষ্ট্র হেন মানে,
ঈশ্বর মাধুরী-মদে যে চিত্ত বিভোর,
দৈহিক ব্যথায় কভু ব্যথে কি সে জনে ?৪৭

যে ভীতি আতঙ্কে মোরে চাহ বিচালিতে
চলিব কি ? গণি তায় সৌভাগ্য আস্পদ ;
এ বিঘ্ন বিপত্তি যদি আসে ভাগ্য বশে,
সফল মানিব তবে এ ছার জীবন। ৪৮

আমার চরিত যদি নাহি রোধে লোকে
কেমনে বুঝিবে তারা মহিমা তাঁহার
লব মাত্র, লভি যার উদার আশ্রয়
তৃণবৎ উপেক্ষিব বিঘ্ন পীড়া যত। ৪৯

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

অহো মৃত্যু! হবে কি এ হেন ভাগ্য মোর?
নরলোকে প্রচারিতে মহিমা তাঁহার;
যাবে এই তুচ্ছ প্রাণ যদি হেন ঘটে
উৎসর্গিব প্রাণ তবে আনন্দে শমনে। ৫০

দেখিবে হে তবে পরে অপূর্ব্ব ঘটনা
যেই আমা করেছিল লোষ্ট্র নিক্ষেপণ,
যেই দিয়াছিল বাঁধি বধিতে আমায়
ফিরিয়াছে তাহাদের জীবনের গতি। ৫১

আমা হ'তে অত্যধিক ব্যাকুলিত মনে,
মহেশ-মহিমা-মোহ-মোহিত-মানসে
প্রচারিছে তাঁর নাম নগরে নগরে
উন্মাদিয়া যুবা বৃদ্ধ নর-নারী যত। ৫২

এ দেহ নিস্ফল তরু ফেলি উপাড়িয়া
এ ভব উদ্যানে আমি যে কল্প পাদপ
যাইব রোপিয়া, তায় ফলিবে অমৃত,
আপ্রলয় জীবে তাহা সুখে আস্বাদিবে। ৫৩

চতুর্থ সর্গ।

এক প্রাণ যাবে মোর অনন্ত পরাণে
পশিব মানব স্মৃতি পূত নিকেতনে ;
অর্চ্চিবে তথায় তারা প্রেম ভক্তি ভরে
জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রেয়ো মার্গ প্রদর্শক বলি। ৫৪

যত স্থানে আছে নর আছে যত কাল
রবে সবে বশ মোর প্রেমের শাসনে,
যে রাজ্য-প্রলোভ তুমি দেখালে আমায়
কোন ছার তাহা বল এর তুলনায় ? ৫৫

তোমার আশ্রিত যত দাম্ভিক নৃপতি
তাহারাও মম নামে হবে নত শির,
কিন্তু এতে নাহি কিছু গৌরব আমার
তাঁহার গৌরব ইহা যাঁর লীলা খেলা। ৫৬

ব্রহ্মতেজ স্থূলসূক্ষ্ম অনলে প্রকাশ,
স্থূল যিনি, তিনি স্থূল জগত পাবন
সূক্ষ্ম যে অনল সূক্ষ্ম অন্তরে প্রকাশি
আত্মিক অশুভ যত করেন দাহন। ৫৭

তামস মালিন্যে পূর্ণ মলিন আত্মায়
শোধিতে যে বহ্নি এবে দীপ্ত ধরাতলে ;
আমাতেও উদ্দীপিত সে মহা অনল
দহিছে সে বহ্নি মম যত পাপ মল। ৫৮

আত্মিক বেয়াধি ওহে তুমি মায়াবিন্
পলাহ, পলাহ, নতু দহিবে এখনি ;
বলিতে বলিতে ব্রহ্মতেজোদীপ্ত ধীর
পূর্ণ বিকসিত নেত্রে রহিলা চাহিয়া। ৫৯

সহস্রাংশু অংশু যেন প্রকাশিল তায়
সভয়ে চণ্ডক হ'ল বায়ুতে বিলীন ;
যথা হয় কুজ্ঝটিকা আকাশেতে লয়
প্রখর প্রকাশে যবে তপন কিরণ। ৬০

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

---:০)※(০:---

পঞ্চম সর্গ।

প্রগাঢ় কালিমাময় অন্ধতম পুরে
ফিরিল প্রচণ্ড চণ্ড নির্ব্বিঘ্ন মানসে ;
বিষাদ মালিন্য মিশি ঘোর অন্ধকারে
রৌরবের রৌরবতা বাড়াল অধিক। ১

উঠিল বিকট রব ভয়দুঃখাবহ,
কি দিব তুলনা তার এ রম্য ভুবনে,
ভয়ত্রস্ত শত শত বায়সের রব
কোকিল নিক্কণ গণি সে ধ্বনি তুলনে। ২

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

বিষাদে নৈরাশ্যে হেন রৌরবেয় গণ
নিশ্চেষ্ট নিস্তেজ হয়ে ছিল কতকাল ;
মন্দীভূত হ'ল যবে বিষাদের বেগ,
পুনরপি সত্যব্রত জাগিল অন্তরে। ৩

অহো চিত্র দুরাশার অদ্ভূত কুহক !
শুধু কি মানবে ভুলে তার ছলনায় ?
নরকেও সে নারকী প্রকাশে কৌশল
ছলনা আকর যারা তার ছলে বশ। ৪

তার ছলে অভিভূত তামসেয় যত
আশা নাই তবু সবে একত্র মিলিয়া
সত্যব্রত দীপ্ত সত্ত্ব তামস কর্দ্দমে
নিভাইতে নিমজ্জিত গাঢ় ভাবনায়। ৫

অবশেষে একজন, যার অবতার
বিহগে বায়স, আর শ্বাপদে গোমায়ু,
উরগ শরীর স্থপে, কৌরবে শকুনি,
কাপট্য মশীতে যেই ঢাকে সর্ব্ব হৃদি। ৬

কহিলা "ভণ্ডক আমি বৃথা নাম ধরি
ভাণ্ডাইতে নারি যদি সামান্য মানবে
তপস্যা গৌরবে যবে গর্ব্বে স্ফীত হবে
আঁকে বাঁকে থাকি একে ফেলিব বিপাকে"।৭

এত বলি পক্ষ মেলি, শকুনি সদৃশ,
উড়িলা তামস সেই, পূতি গন্ধময়,
হেরি সেই ভূতযোনি বায়স নিচয়
কা কা রবে উড়ি চারিদিক আতঙ্কিল। ৮

যেই শৃঙ্গে সত্যব্রত যোগধ্যানে রত
তার উপত্যকা দেশ পরম সুন্দর;
যদিও বন্ধুর স্থান অতীব দুর্গম;
বৈচিত্র বৈভব তার ভাব নিকেতন। ৯

বালিকা হৃদয় হেন নির্ম্মল সলিলা,
বালিকা স্বভাবে সুখে গেয়ে কুলকুল,
চলিছে কোথাও মৃদু নাচিয়া তটিনী,
শীতলিয়া সন্তপ্তের সন্তপত মন। ১০

কোথাও গভীর নাদে বিকট তাণ্ডবে
ঘোর বেগে পড়িতেছে ভীম প্রস্রবণ
উৎসাহে উৎফুল্ল করি বীরের হৃদয় ;
বিস্ময়ে মাতায়ে শান্ত ভাবগ্রাহী জনে। ১১

কোথাও বা মহা ঘোর নিবিড় তামসে
আবৃত অতল স্পর্শ, অতি ভয়ঙ্কর
বিষাক্ত মরুত পূর্ণ বিশাল গহ্বর,
নরকের ছায়া প্রায় আছে বিস্তারিত। ১২

কোথা পুনঃ রাজে তরু নিয়ত শ্যামল,
নিত্য কুসুমিত রম্য গুল্মলতাচয়,
কলকণ্ঠ পিক আর মৃদুল সমীর,
মর্ত্যে প্রকাশ যেন স্বর্গ প্রতিভাস। ১৩

এই রম্য দেশে ছিল তপস্বী আশ্রম
নিবসিত তথা সদা যোগী সাধুজন
ছিল তথা সেই কালে যোগ তপে রত
সুপণ্ডিত কতিপয় সন্ন্যাসী প্রবর। ১৪

ধরণীতে আরোহিতে ভণ্ডক পামর
পড়িল সে ন্যাসীচয় নেত্রপথে তার,
বিদ্যা অভিমানে ভরা হেরি তা সবায়
অলক্ষ্যে সবার চিত্ত করিলা মোহিত। ১৫

ছিল সবে জ্ঞানানন্দ উৎসে নিমজ্জিত
সংশয় অবর্ষে এবে হইল তাপিত ;
তত্ত্ব কথা আস্বাদিতে মিলিত সকলে,
জয়েচ্ছায় শুষ্ক তর্কে এবে সবে মিলে। ১৬

দীনভাবে যদুদ্দেশে থাকিত মৌনেতে
এবে তাঁরে বিদ্যাবলে চাহে নির্দ্দেশিতে,
শিশু তুল্য ঋজুভাব নিস্কপট ভুলি
হইলা সকলে দম্ভমানের পুতলি। ১৭

হেনরূপে ন্যাসীবৃন্দ তামস প্রভাবে
হইয়া বিকৃতচিত্ত আছে সে আশ্রমে
একদিন সন্ধ্যাকালে অনল বেষ্টিয়া
সবে মিলি আরম্ভিল ঘোর তর্ক রণ। ১৮

কেহ বলে "সৃষ্টিমূল পরমাণু বিনা
নাহি দেখি আর, জড়, চেতন, উদ্ভিদ;
পরমাণু শক্তিক্রমবিকাশ সকলি;
মনুষ্য আত্মাও পরমাণু পরিণতি"। ১৯

"দৃশ্যে যদি পাই আমি উপযুক্ত হেতু
কি কাজ করিয়া তবে অদৃশ্য স্থাপন ?"
"যথেষ্ট কারণ পেলে ?" বলিলা দ্বিতীয়
"কোথা ? দেখ চেয়ে মনে আত্মবোধ মূলে।২

নাহি তথা জড়গন্ধ লেশ; তাই মূলে,
পরমাণু ভিন্ন বস্তু অবশ্য আছয়";
আমি বলি "মূল দুই পুরুষ, প্রকৃতি,
দুই পরিণয়ে এই বিশ্ব সমুদ্ভূত।" ২১

"দুই মূল বল দেখি কি কাজ স্থাপিয়া
দ্বিবিধ বস্তু বা কোথা ? আমি দেখি এক;
একই পুরুষ স্বীয় মায়া-শক্তি গুণে
দুই হেন উদ্ভাসয়" বলিলা তৃতীয়। ২২

"নহে উদ্ভাসয় শুধু" চতুর্থ বলিলা
"লূতা যথা কুক্ষি হতে তন্তু বিস্তারিয়া
ইচ্ছায় পুনশ্চ করে কুক্ষিতে গ্রহণ
সৃষ্টি ক্রিয়া তথা ব্রহ্মশক্তি পরিণতি"। ২৩

"এ স্থূল জগৎ ছিল সূক্ষ্মে লুক্কায়িত
নহে ইহা বোধগম্য", বলিলা পঞ্চম ;
"আমি বলি শক্তিমান চিদ্রূপ ঈশ্বর
ইচ্ছায় সৃজিলা এই বিশ্ব জড়ময়"। ২৪

"আঁধার অতীতে আর আঁধার অনন্তে
বৃথা ক্ষেপ তোমা সবে কল্পনার তীর
বিন্ধে কি না বিন্ধে লক্ষ্য কেমনে বুঝিবে ?
আমি বলি আদি কথা নর-অবিজ্ঞেয়।" ২৫

ষষ্ঠজন এইরূপে সবারে খণ্ডিল
ক্রমে গাঢ় অন্ধকারে ধরা আবরিল
প্রগাঢ় গম্ভীর ভাব প্রকৃতি ধরিলা
নিদ্রাবশে শয্যাগত সবে ক্ষুণ্ণ মনে। ২৬

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

উপাধানে শির দিয়া চিন্তিলা সকলে ;
ছাড়িয়া সংসার সুখ আইলাম বনে,
যে আশায় দেখি তাহা আকাশকুসুম
অসারতা মাঝে জীব অসারের সার ! ২৭

ভূ-বিনা ভূরুহ কভু নারে দাঁড়াইতে,
নিশ্চয়তা বিনা মন না পারে তিষ্ঠিতে ,
কিন্তু তার অন্বেষণে হায় ধিক্ ধিক্
অনিশ্চয়তা আরও বাড়য় অধিক ! ২৮

গীত অন্তে গীত যন্ত্রে গুণ গুণ স্বরে
যেইরূপে ধীরে ধীরে ধ্বনি হয় লয়
ক্লান্তির আবল্যে তথা ভাবের উদ্বেল,
নিদ্রায় ডুবিয়া যায় ক্রমে ক্রমে কমি। ২৯

হেন মতে তপস্বীরা হইলা নিদ্রিত
সেইকালে ভণ্ডক তামস দুরাশয়
ইহাদের দুর্ব্বলতা সূত্র উপাদানে
রচিলা বাগুড়া এক অদ্ভূতকৌশল। ৩০

পঞ্চম সর্গ।

বিভোর নিদ্রায় যত তপস্বী-নিচয়,
তবু যেন দুঃখ ভাব জাগে মনে মনে ;
এ হেন সময় স্বপ্ন দেখে একজন
অপরূপ মূর্ত্তি এক বসিয়া শিয়রে। ৩১

সুশ্যাম বরণ আর হসিত বদন,
চক্ষে তার ভাসে যেন গাঢ় মনস্বিতা :
মধুরিমময় তার অঙ্গের ভঙ্গিমা,
কহিতে লাগিল তেঁহ মনোহারা ভাষে।

উঠ উঠ উঠ বৎস উঠহ সত্বর,
যাও যাও সবে মিলি শৃঙ্গের উপর
পাইবে আমায় তথা পাইবে আমায়
অবতীর্ণ তথা আমি ধরি নরকায়। ৩৩

সংশয়ে বিশুষ্ক হেরি মনীষী-মানসে
ধরামুখ ম্লান হেরি কলুষ তামসে
হলেম এবার আমি ধরায় উদয়,
দুঃখ অবসান, সবে বল জয় জয়। ৩৪

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

দিব্য জ্যোতি এক মূর্ত্তি এই শৃঙ্গোপরে
গাঢ় নিমজ্জিত আছে সমাধি-সাগরে।
সেই আমি নাহি ভেদ তাহায় আমায়,
হেরিবে আমায় যদি যাও হে তথায়"। ৩৫

এত বলি সেই মূর্ত্তি হ'ল অন্তর্হিত,
বিহগে ডাকিয়া তবে তুলিল তপনে
জাগিলা তপস্বীচয় অঙ্গ সঞ্চালিয়া
স্বপন বৃত্তান্ত ন্যাসী বলিলা অপরে। ৩৬

স্বপ্ন শুনি কেহ কহে "স্বপ্ন মনঃক্রিয়া"
"নাহি তাহে সত্য গন্ধ" বলিলা অপরে
"নহে কেন স্বপ্ন সেই পরমাত্মা ভাষা
সচেতন আত্মা শুনে আত্মিক শ্রবণে ?" ৩৭

"এত নহে অপরীক্ষ্য অদৃশ্য বিষয়
বৃথা কেন ক্ষেপ কাল বাক্য যুদ্ধ করি,
চল সবে দেখে আসি এই শৃঙ্গপরে ;
স্বপ্ন সত্য কি না তাহা বুঝিব এখান" । ৩৮

বলিলা তৃতীয় তাহে দিলা সবে সায়,
কৌতূহল-দীপ্ত চিত্তে সবাই চলিলা
স্বপ্ন তত্ত্ব লয়ে তর্ক-বিতর্ক করিয়া ;
কতক্ষণে উত্তরিলা সেই শৃঙ্গোপরে। ৩৯

দেখিলা তরুণ সূর্য্য শৌর্য্য প্রকাশিয়া
উঠিতেছে ক্রমে ক্রমে উন্নত গগনে ;
প্রভা মহিমায় পূরি আকাশ ভূতল
আশায় উদ্যমে পূরি মহতের মন। ৪০

কতক্ষণে, তিন দিক শিলায় আবৃত,
সম্মুখে উজ্জ্বল দৃশ্য নব সূর্য্যোদয়ে,
আসীন পুরুষ এক প্রস্তর আসনে,
হেরিয়া চকিতে সবে চাহে পরস্পরে। ৪১

পদ্মাসন, যোড় কর, মুদিত নয়ন,
রুদ্ধ শ্বাস, দেহযষ্টি মৃদু আন্দোলিত,
রঞ্জিত কপোল, স্ফীত কপালের শিরা,
প্রভাময় কান্তি, যেন সাক্ষাত ঈশান। ৪২

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

হেরিয়া সবাই মুগ্ধ বিস্মিত বিহ্বল ;
স্বপ্ন সত্য, সত্য ঈশ, এই আবির্ভূত,
যুগপৎ সবে এই চিত্তে মীমাংসিয়া
সভয়ে সজোড় করে দাঁড়ায়ে রহিলা। ৪৩

মনুষ্য স্বভাবে এক ধর্ম্ম সাধারণ,
অদৃশ্য অস্পৃশ্য যাহা দৃশ্যের সহিত
সংশ্লিষ্ট করিয়া মনে করয় ধারণা ;
চিহ্ন বা বিগ্রহ বলি দৃশ্যে দেয় নাম। ৪৪

ধর্ম্মচিহ্ন ক্রুশ, দণ্ড, কৃষ্ণ পরিচ্ছদে,
শোকের মলিন ভাব করয়ে সূচনা ;
ত্রিভঙ্গ মাধব মূর্ত্তি ভগবদ্বিগ্রহ ;
সকলেই এক সত্যের দিতেছে প্রমাণ। ৪৫

সতেজ সজীব যার মনোবৃত্তিচয়,
ভাবময়ী প্রকৃতিকে বিগ্রহ মানিয়া
হেরে এতে দীপ্যমান পরম সত্তায়
তাঁর ভাবে এঁর ভাব সমন্বয় করি। ৪৬

এই যে পূরবে সূর্য্য উজ্জ্বল কিরণে
প্রকাশিছে স্থল, জল, গ্রহ, উপগ্রহ ;
আলো তেজ বিতরিয়া গুণে আকর্ষিয়া
রক্ষিছে জ্যোতিষ্কচয় গগন মণ্ডলে। ৪৭

এমনি ত জ্যোতিষ্মান্ পরম পুরুষ,
এমনি আলোক দিয়া গুণে আকর্ষিয়া
রক্ষিছে মোদিছে যত জীবাত্মা-নিচয়ে ;
এমনি আত্মিক লোক কেন্দ্রস্থানে বসি। ৪৮

উষার কাকলি রবে উঠিয়া তাপস
পদ্মাসন ইব পূর্ব্বদিকে সমাসীন ;
অরুণে বিগ্রহ হেন সম্মুখে করিয়া
হেন চিন্তা হেন ভাব বিভাবিত মনে। ৪৯

বসিয়াছে, দেখিতেছে অন্তর আকাশে,
সমুদিত স্বপ্রকাশ পরমেশ রবি
তাঁরি করে হৃদয়-সরসে প্রফুল্লিতা,
অনুরাগে আরক্তিম ভকতি নলিনী। ৫০

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

উজ্জ্বল প্রফুল্ল শান্ত বাহিরে যেমন,
উজ্জ্বল প্রফুল্ল শান্ত অন্তর তেমন ;
মহা ভোগ মহা ভাব ইহাকেই কয়,
যোগসিদ্ধি অপবর্গ অন্য কিছু নয়। ৫১

উদিলা মার্ত্তণ্ড দেব মধ্যাহ্ন গগনে,
মেলিলা প্রশান্ত ভাবে আঁখি সুমানস
প্রাণেশের সনে প্রাণ অন্তর মন্দিরে
কপাটে আবদ্ধ করি যেন বাহিরিলা। ৫২

পড়িল নয়নে সেই ন্যাসীবেশীচয়,
ভয়াকুল, বদ্ধাঞ্জলি দাঁড়ায়ে সম্মুখে ;
কদলীর পত্র যথা বায়ুভরে কাঁপে
তাঁর দৃষ্টিপাতে তারা তেমনি কম্পিত। ৫৩

বর্দ্ধিত বিস্ময়ে তিনি সুধিলা সবারে,
কে তোমরা কেন এত ভয়বিকুণ্ঠিত ?
কি হেতু এসেছ ? তাহা বলহ নির্ভয়ে।
আশ্বস্ত হইয়া কহে এক ন্যাসীবর। ৫৪

পঞ্চম সর্গ।

"দয়াময়! দয়া করি স্বপ্নে নির্দেশিয়া
আপনি আনিলা পুনঃ কি হেতু ছলনা?
সংশয়ে মজিয়া মোরা মহা অপরাধী
ও বর চরণে এবে পাব কি আশ্রয়?" ৫৫

এত বলি সাশ্রুনেত্রে ঘন দীর্ঘ শ্বাসে
উদ্বেলিত চিত্তবেগে বিহ্বল হইয়া
গদ গদ ভাষে দৈন্য আর্ত্তি পরকাশি
সবে মিলি তার পদে সাষ্টাঙ্গে পড়িলা। ৫৬

বিস্ময় চকিতে "এ কি?" বলিয়া তাপস
সরি দাঁড়াইলা যেই চাহি স্বর্গ পানে;
আকাশ নীলিমা ভেদি এক দিব্য জ্যোতি
বাহিরি অমনি তাঁর নয়ন ধাঁধিল। ৫৭

চমকে মুদিলা আঁখি, শুনিলা অমনি
সুগম্ভীর ধ্বনি এক, প্রতিধ্বনি যথা
পর্ব্বত কন্দরে; পুনঃ ঔৎসুক্যে চাহিলা,
দেখিলা সুবর্ণ মেঘ ব্যাপ্ত নভোস্থল। ৫৮

তার মাঝে শুভ্র পক্ষ অলৌকিক রূপ
মৎস্য-লক্ষ্য মৎস্য-রঙ্ক সদৃশ সুস্থির
উদিত বিশাল এক অপূর্ব্ব মূরতি ;
তারি মুখ হ'তে যেন ধ্বনি বাহিরিছে। ৫৯

পশিল সে ধ্বনি মুগ্ধ তার্কিক শ্রবণে :
ত্রাস্তে ব্যস্তে সবে তারা উঠি দাঁড়াইলা :
রহিলা চাহিয়া ঊর্দ্ধে সবিস্ময় চিতে ;
উল্লাসে ওজস্বী ভাবে সে ধ্বনি ধ্বনিল। ৬০

"ওগো বসুন্ধরে! সুকৃতি প্রচুরে
কর জয় ধ্বনি হরিষ অন্তরে
সূর্য্যকান্ত হেন তব বক্ষপরে
রাজিছে ঐযে পুরুষ রতন। ৬১

অসুর দুর্ব্বার করে অত্যাচার
দুঃখে জ্বলি জ্বলি হইলে অঙ্গার,
দেখিয়া ব্যথিত কৃপার আধার
আইলা তোমার উদ্ধার কারণ। ৬২

ওগো বসুন্ধরে পুণ্যবতী বরে!
শাপান্ত ফলিল দুরারাধ্য বরে,
অপত্য পাইলা ত্রিলোক ঈশ্বরে
বল কে সুভগা তোমার মতন? ৬৩

হ'য়োনা নিরাশ, ভেব না উদাস,
দেখ পিশাচেরা পেয়েছে তরাস,
এখনি পালাবে নিরয় নিবাস,
হও হও ধনি প্রফুল্লিত মন। ৬৪

বাৎসল্য ভকতি সুদুর্লভা অতি,
স্নেহেতে গৌরবে বিচিত্র সংগতি
সেই ভাবে হয়ে নিমজ্জিত মতি
লও কোলে ধনি! ও রূপ মোহন। ৬৫

কৃতার্থ মানিয়া আনন্দে ডুবিয়া,
গত দুঃখ যত বিস্মৃত হইয়া,
একান্ত মানসে নয়ন পূরিয়া,
হের হের সতি! ও চন্দ্র বদন। ৬৬

মনুস্যনুচয়! গাও জয় জয়
হইল তোদের সুদিন উদয়,
পাপের রজনী দুঃখ তমোময়
নাশিয়া, রঞ্জিতে পুণ্যের করে। ৬৭

আইলা আইলা তপন তাপন
ওই দেখ দেখ বর্ষিয়া কিরণ,
প্রফুল্লিছে দিক হিমাদ্রি ভবন,
অরুণিমা যথা পূর্ব্ব ভূধরে। ৬৮

পুরাণ উকতি না হয় অন্যথা
সুধন্বা-নিক্ষিপ্ত বাণচয় যথা,
পাপপূর্ণ হেরি ধরণী সর্ব্বথা
আইলা ভক্তীশ ভকত রূপে। ৬৯

কি হেতু জন্মিলে করনা গণনা,
সুখ চেয়ে ফের কোথা তা জান না,
অভিনয়ি তাই শিখাতে সাধনা
অনন্ত দেবতা শরীর-কূপে। ৭০

পঞ্চম সর্গ।

অহো কৃপাময় ! অপূর্ব্ব তোমার
দয়ার মহিমা অনন্ত অপার
আত্ম লুকাইয়া আপনা প্রচার
করিছ আপনি সকল যুগে। ৭১

ধন্য ধন্য যত ধরাবাসী জন
ধন্য মোরা হেরি ও লীলা মোহন
কি আনন্দে আহা ! ডুবিলরে মন,
প্রণমামি দেব ও পদ যুগে। ৭২

আপন মায়ায় আপনি মোহিত
হইয়া রয়েছ স্ববোধ রহিত,
পূর্ব্ব নিদেশিতে, করিতে জাগ্রত
এ দাস আগত অবনী'পরে। ৭৩

আত্মবোধ রবি, ওগো ইচ্ছাময়,
করগো উদয় হউক বিলয়
মায়া-নিশা সহ মোহ তমোচয়
অনন্ত গগন অন্তর স্থলে। ৭৪

মানব আকার আচার ধরিয়া
আপনার ভাবে আপনি ভাসিয়া
ভাবাবেশে ভবে আত্ম প্রকাশিয়া
তার গো মানবে দুষ্কৃতি দুঃখে। ৭৫

উঠুক ধরায় আনন্দ প্লাবন
ডুবুক ভাসুক তাহে জীবগণ,
আমরাও নামি জুড়াব জীবন,
ও পদ পল্লব ছায়ায় সুখে।" ৭৬

থামিল সে ধ্বনি ঊর্দ্ধে উঠিল সে রূপ
জলদে চন্দ্রমা হেন গগন নীলিমা;
আবরিল ক্রমে সেই জ্যোতি অপরূপ
রহিলা দাঁড়ায়ে সবে নীরব নিশ্চল। ৭৭

কতক্ষণ অধোদৃষ্টে চিন্তিত মানসে
থাকি সত্যব্রত ধীর অকস্মাৎ পুনঃ
উঠাইয়া মুখচন্দ্র ঈষত হাসিলা,
সন্দেহ ভঞ্জন ভাব ভাতিল সে হাসে। ৭৮

সুগম্ভীর অপার্থিব মুখশ্রী দর্শনে
হয়েছিল পুরা ভয়ে ত্রাস্ত ন্যাসিচয়,
সুস্নিগ্ধ পার্থিব ভাবে ফুল্ল মুখ হেরি
বর্দ্ধিত সাহসে এবে সুস্থিরে কহিলা। ৭৯

ন্যাসিগণ!

"কি বলিব দেব! মুখে নাহি সরে বাণী,
অনাদি অনন্ত যিনি জগত আধার,
যাঁর জ্যোতিকণা লয়ে এ বিশ্ব প্রকাশ
তাঁরে হেরি মূর্ত্তিমান এই বিদ্যমান। ৮০

না পারি ধরিতে মোরা চিত্তে হেন ভাব
বিস্ময়ে জড়িত মন, ইন্দ্রিয় বিকল,
আচ্ছন্ন বিবেক বুদ্ধি, দুর্ব্বল হৃদয়,
প্রবল ভারের ভরে যেন নিপীড়িত। ৮১

কি বলিব কি করিব নাহি পাই স্থির,
অতুলিত সুখে চিত্ত হইল অবশ;
প্রাণনাথ জগন্নাথ হেরিনু নয়নে
ভাবিতে বাতুল প্রায় বিঘুর্ণিত মন।" ৮২

অসঙ্গত বিগর্হিত পাতক জনক
শুনি এই বাক্যচয় ব্যথা পেয়ে মনে
প্রশান্ত গম্ভীরভাবে মিষ্ট ভর্ৎসনায়
কহিলা তপস্বিবর সন্ন্যাসি-নিচয়ে। ৮৩

সত্যব্রত।

অনন্তের অধিপতি আদি-অন্ত-হীন
অনন্ত শকতি তাঁর অনন্ত ব্যাপক
কিরূপে সংবদ্ধ হবে মনুষ্য শরীরে
কেন বা হইবে হেন কিবা প্রয়োজন ? ৮৪
জীবে নিস্তারিতে ? আহা এই তুচ্ছ কাজ
সাধিতে জগত স্রোত চলিবে উজান
কারণেতে পরিণত হবে কার্য্যচয় ;
উচিত কার্য্যের একি উচিত কারণ ? ৮৫

ন্যাসিগণ।

"মায়াময় অনন্ত শকতি ধর তুমি,
অণু হতে অণু দেহ পারহ ধরিতে
ধরেছ মানব দেহ কিবা সে বিচিত্র
কে জানে আশয় তব কে বোঝে চরিত্র ' ৮৬

তথাপি অলপ বুদ্ধে করি অনুমান
সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা অসুর পীড়নে
হইয়া পীড়িতা, দয়াবসে দয়াময়,
আইলা আপনি তার উদ্ধার সাধনে। ৮৭

ইন্দ্রিয় অগম্য গূঢ় পরমাত্মা জ্ঞান
অতি ক্ষীণ নর বুদ্ধি ধারণে অশক্ত
রূপ-রস-গন্ধ হীন অদৃশ্য সুষমা,
বিষয় আবদ্ধ হৃদে নারে আকর্ষিতে। ৮৮

তাই প্রভু দীনজন উদ্ধার কারণ
মনুষ্যের অধিগম্য ঐশ্বর্য্য প্রকটি
রূপে বিমোহিয়া আর লীলায় তোষিয়া
তারিতে আইলে ভবে ইথে কি বিচিত্র।৮৯

পূর্ণদেব পরব্রহ্ম অভাব বিহীন
কেবল লীলার হেতু সৃষ্টিস্থিতি খেলা
কেবল লীলার হেতু আইলে ধরণী
এ মোহন রূপ ধরি, হেন অনুমানি। ৯০

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

মনস্বী তপস্বিবর এ সব বচনে
মর্ম্মাহত হয়ে অতি কহে সুগম্ভীরে
"তোমা সবে হেরি যেন বিজ্ঞজন প্রায়
কিন্তু কহ ভাষ যেন অবোধ বালক।" ৯১

"অনন্ত শকতি যাঁর, যাঁহার ইঙ্গিতে
ঘটে এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয়,
সে ইঙ্গিতে নহে যদি অবনী উদ্ধার
অনন্ত শকতি তবে কোথা রহে তাঁর? ৯২

না জানে ঈশ্বর যেই মানুষ প্রকৃতি
পারে কি ঈশ্বর জ্ঞানে তারে প্রবোধিতে
জানে যে ঈশ্বর তার কিবা প্রয়োজন
ঈশ্বরত্ব সঙ্কোচিয়া মনুষ্য স্বরূপে। ৯৩

ঈশ্বর জানিতে মাত্র তার কৃপা বল,
আপনি উদিয়া হৃদে জানান আপনা,
জানি যদি, পাই তাঁরে সর্ব্ব ঘটে পটে,
না জানিলে, নাহি হেরি কোথাও তাঁহায়। ৯৪

আমাতে আরোপি বৃথা ঐশ্বর্য্য গরিমা
বল কি লভিবে ফল ? হবে কিগো তায় ?
সন্তর্পিত সে বাসনা তীব্র খরতর,
চায় যাহে পূর্ণ সুখ, অনন্ত আনন্দ ? ৯৫

মনোরমা প্রিয়তমা ভেকরূপ ধরি
আসে যদি তোমা সবে প্রণয়ে তোষিতে,
বল তায় মিটিবে কি প্রণয় লালসা,
নহে দি, ব্রহ্মতৃষ্ণা নরে কি তর্পিবে ? ৯৬

ব্রহ্মরূপ অনন্ত অসীম অবিজ্ঞেয়
কিন্তু জীবে চায় তায় পায় একরূপে
ঘটনাব্ধি পরপারে সুস্থির অচল
কার্য্যকারণোর্ম্মি যাঁয় নিত্য প্রতিহত। ৯৭

পরার্থ তৃষায় যার মানস তৃষিত
এবম্বিধ ভাব বিনা নাহি তৃপ্তি তার ;
ধূমে কভু নাহি মিটে জলের পিপাসা
বিকৃত ঈশ্বরে ঈশতৃষা না মিটিবে। ৯৮

মানুষী জননী মোর, মানুষ জনক,
মানুষী শোণিত মোর বহে ধমনীতে,
পাপ তাপ শোক দুঃখে আমি অন্যসম,
আত্মাবোধ মানবীয় ক্ষীণতা প্রকাশে। ৯৯

এই সূর্য্য তোমা আমা হতে যথা দূরে,
তোমা আমা হতে তথা পরাত্মা-তপন,
এমনি সমান দূরে জান সুনিশ্চয়,
দিওনা বেদনা মোরে কল্পিয়া অন্যথা।" ১০০

ন্যাসিগণ—

দিয়াছি বেদনা যদি, চাহি ক্ষমা, দেব!
ভবদীয় বাক্য সত্য হইছে প্রত্যয়,
কিন্তু দিব তা সবায় কোন অভিধান
পাপ নাশি যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তে যাহারা। ১০১

সত্যব্রত—

অশুভ বিনাশ যুগ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন
মানববিশেষে করে, জানি না এমন;
জানি না মানব কিম্বা কোন জীব জড়ে
স্বেচ্ছায় আপন বলে কোন কাজ করে। ১০২

সবে ঘটনার বশ, দেখহ কেমন
ঘুরিতেছে ঘটনার চক্র সুদর্শন,
সে চক্রের আবর্ত্তনে আব্রহ্ম জগৎ
পুনঃ পুনঃ প্রকাশিয়া হইতেছে লয়। ১০৩

এই চক্র তর্জ্জনীতে রয়েছে যাঁহার
তিনি সর্ব্ব কর্ত্তা, কর্ত্তা কেহ নহে আর;
তিনি কর্ত্তা তাঁর ইচ্ছা জগৎ নিয়ম,
কে আছে তাঁহার ইচ্ছা করে অতিক্রম? ১০৪

তাহার কর্ত্তৃত্ব হেরি নীরনিধি হেন:—
অপার, অসীম, আর অগাধ গভীর;
তৃণগুচ্ছ হেন হেরি এককোণে তার
উলটি পালটি ভাসে নিখিল সংসার। ১০৫

সেই তো কর্ত্তৃত্ববশে কভু ধরা মুখ
ঢাকে মোহ অন্ধকারে অজ্ঞান তামসী
জীবকুল সে আঁধারে, বিষয় নিদ্রায়
রহে ঘোর অচেতন জীবন্মৃত প্রায়। ১০৬

তিনিই আবার স্বীয় প্রসন্ন বদন
প্রকাশিয়া, প্রবোধিয়া অচেতন জীবে
পুনঃ সেই ইচ্ছাময় তাহাদের হৃদে
আপনি আপন রাজ্য করেন স্থাপন। ১০৭

নিজে না উদিলে তিনি, মতি নাহি দিলে,
কার সাধ্য তাঁর পথে আনয় মানবে?
কার সাধ্য অনুদ্গতা যৌবনা-হৃদয়ে
প্রিয় সঙ্গ লালসার করে উদ্দীপন? ১০৮

তিনি আসি আলোকিত করেন মানবে,
তাঁর তেজে তেজীয়ান হয় সে মানব,
ধরা যথা প্রভাময়ী সূর্য্য সমাগমে,
লৌহ যথা দাহকর অনল সংযোগে। ১০৯

তাঁহারি আলোকে হেন হয়ে আলোকিত
নব ভাবে নব তেজে নবীন উৎসাহে,
অতুল আনন্দে মাতি আপনা ভুলিয়া
প্রাণ ভরি করে সবে তাঁর যশোগান। ১১০

এইরূপে কালে কালে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত
এতে নাহি কভু কোন মানব-প্রভুতা
উদে যবে সে আলোক কেহবা সে কালে
আগে দেখি, আগে আনে সেই সুসংবাদ ।১১

চাও যদি সেই জনে কোন নাম দিতে
বল তারে পুরোদর্শী সংবাদ বাহক.
শোন তাঁর বাণী, চাও যে দিকে সে চায় ;
তার সঙ্গে সে আলোক কর বিলোকন। ১১২

স্যাসিগণ—

তব বাক্য সুধাকরে বিদূরিল, দেব !
আমাদের মরমের সংশয় আঁধার
হল হৃদি আলোকিত ভবৎ সমাগমে,
চিন্তামনি স্পর্শে যথা লোহ মণিময়। ১১৩

এক নিবেদন প্রভু ! ভয় বাসি মনে
প্রকাশিতে, না কহিলে না যায় সংশয় ;
এসেছে ত' নব যুগ প্রবর্ত্তের কাল
নহেন কি প্রভু সেই সংবাদ বাহক ? ১১৪

যে আলোকে আরঞ্জিবে সমস্ত সংসার
পূর্ণিত তাহাতে প্রভু হয়েছেন আগে
ভবদীয় সহবাসে ধরাবাসী জন
অচিরে সৌভাগ্য বসে পাইবে নিস্তার। ১১৫

সত্যব্রত—

ন্যাসিগণ! যদি হও বান্ধব আমার
বৃথা চাটুবাদে তবে বাড়াইও না আর,
আমি দীন, মতিহীন, পাপতাপে ক্ষীণ,
অন্ধকারে ঘুরি ঘুরি অবশ মলিন। ১১৬

কোথা সে ঈশ্বর তাঁর না পাই সন্ধান,
তাঁহার বিরহে মম কণ্ঠাগত প্রাণ,
পাপীর অধম আমি, কহি বার বার
বৃথা স্তবে ব্যথা মোরে দিওনা কো আর। ১১৭

এসেছে নূতন কাল নব ভাব দানে,
তারিবেন জগৎগুরু জগৎবাসী জনে,
পাপী তাপী দুঃখী সবে পাইবে নিস্তার,
আমিও নিস্তার পাব এ আশা আমার। ১১৮

ন্যাসিগণ—

অলজ্জা বচন তব আর না লজ্জিব,
ভবদায় কথা মোরা পুন না ভুলিব,
তব কথামৃত পানে প্রগাঢ় মজিয়া
স্বপ্ন আর দৈব বাণী গিয়াছি ভুলিয়া। ১১৯

এতক্ষণ শুনিনু যা তাতে মনে লয়
করেছে কু-চক্র কোন দুষ্ট দুরাশয়,
স্বপ্ন দৈববাণী নহে দৈবত ঘটনা,
অশুভ পারাণি কেহ করেছে জোটনা।১২০

সত্যব্রত—

না কহিলা সত্য তাহা। আছে মুক্তিপথে
বহুবিঘ্ন, বহুবিধ অসুর দুর্ব্বার
নানা ছলে নানা ভাবে রোধ করে গতি
স্বপ্ন দৈববাণী বটে আসুরি চাতুরি। ১২১

রেণু হয়ে যাঁর পদে চাহি লগ্ন হতে
আরোপি ঐশ্বর্য্য তাঁর এ কীট অধমে
তোমা সবে অবলম্বি ছলিতে আমায়
রচেছিল এ বাগুরা পাপযোনি কোন। ১২২

আহা! এর ছলে ভুলি কত মহাজন
আরম্ভিয়া ঈশ-রাজ্য করিতে স্থাপন
বসেছে আপনি শেষে তাঁর সিংহাসনে,
বাড়ায়েছে পাপপ্রভা ধরমের ভাণে। ১২৩

ধন্য তিনি! তরিলাম কৃপায় যাঁহার
বন্ধুগণ! যাও সবে গৃহে আপনার
কর গিয়া অহর্নিশি তাঁর নাম গান
অচিরে করিবে প্রভু সবে পরিত্রাণ। ১২৪

পরম মধুর তিনি, মজগে তাঁহায়
এত বলি যোগিবর আখি নিমীলিলা
কি মাধুরী প্রকাশিল তার সে বদনে
কিবা বিভাতিল তায় মহেশ মহিমা! ১২৫

ন্যাসিচয় মুগ্ধ হয়ে চাহিয়া থাকিয়া
কহিলা মানুষ বটে, মানুষের চূড়া,
চল যাই পালি গিয়া এঁর উপদেশ
এত বলি সবে মিলি আশ্রমে চলিলা। ১২৬

পাতিয়া বাগুড়া ব্যাধ হরিণ ধরিতে,
অলক্ষিতে অন্তরালে রহে লুকাইয়া,
যদি বা শার্দ্দূল তায় ছিন্ন ভিন্ন করে,
দ্রুতপদে যথা সেই পালায় তরাসে ; ১২৭

তেমতি বিস্তারি মায়া ভণ্ডক দুর্ম্মতি
অলক্ষিতে অবিদূরে ছিল লুকাইয়া,
সত্যব্রত তেজোবলে সে মায়া ভেদিলে
ক্ষুণ্নমনে অধোমুখে হ'ল অন্তর্হিত। ১২৮

যাইতে যাইতে পথে চিন্তে মনে মনে
এসেছে অবনীপরে মনস্বী যে সব
মম হাত এড়াইতে পারে নাই কেহ
এর দেবদেহ, ধিক ! পরশিতে নারিনু।১২৯

কিসের প্রাচীরে ঘেরা মানস ইহার
কিসের অনল ফিরে এর চতুষ্পাশ ?
কোন মতে কোন দিকে নারিনু পশিতে
এমন পরাস্ত আমি হইনাই কভু। ১৩০

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

বুঝি বা আসুর রাজ্য নারিনু রক্ষিতে
নারি যদি, প্রতি পদে বিঘ্ন উৎপাদিয়া
আসুরি বিক্রমে, দেখাইব জগজ্জনে
কত বলে বলীয়ান অসুর সমাজ। ১৩১

ভগ্নোদ্যম ভগ্ন আশ নিপট ভণ্ডক
নিরাশ আশায় হেন দুরাশার ছলে
শান্তিয়া আপন মন অন্যে শান্তায়িতে
মন্দ মন্দ পদক্ষেপে চলিলা রৌরবে। ১

ষষ্ঠ সর্গ

হেনরূপে বিপ্রকৃত ভণ্ডক দুর্ম্মতি
নিবর্ত্তি আইলা যদি, তামস মণ্ডলে
আর কেহ, এই কাজে নহে অগ্রসর ;
ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে, বহু বিতণ্ডিয়া
অসাধ্য তাপস বশ সংকল্প তেয়াগি
হইল তৎপর সবে রক্ষিতে যতনে
নিজ নিজ অধিকার। এ দিকে তাপস
পূর্ণ বেগে গাঢ় যোগে নিমজ্জিলা মন

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

দিন যায়, মাস যায়, যায় সম্বৎসর,
একতান মনপ্রাণ, একবিধ গান,
এক জ্ঞান, এক ধ্যান, একভাবে ভোর,
এক সহবাসে হেন গেল কত কাল।
তপস্যা আশ্রম বনে কুরঙ্গ যেমতি
নিঃশঙ্কে মনের সুখে করয়ে বিহার,
বিহগ ভরত কিম্বা প্রমুক্ত গগনে
যেমতি উল্লাসে গেয়ে উড়িয়া বেড়ায়,
সেইমত হেনরূপে তপস্বিপ্রবর
ভরপুর সুখে ভাসি আত্মায় রমিলা।
কত যে ভুঞ্জিলা তায়, কত যে লভিলা
কেমনে বর্ণিব তাহা! বিদ্যুতের প্রায়
যেই জ্যোতিঃ ক্ষণে ক্ষণে চমকে প্রকাশি
ঘুচাইত পল তরে মানস আঁধার;
এবে তাহা প্রভাতের অরুণ সদৃশ
রূপ ধরি আরঞ্জিছে উষা-সুষমায়
অন্তর নিলয় তাঁর। যে আমিত্ব পুরা
আমি সব, আমি সার, ক'ত ঢক্কানাদে

ষষ্ঠ সর্গ।

প্রভুর প্রভুত্ব এবে দেখিতে দেখিতে
সে আমিত্ব একেবারে হয়েছে বিলোপ।
স্বামী নাম উচ্চারণে পুরন্ধ্রী সদৃশ
হয়েছে সঙ্কোচ তাঁর "আমি" উচ্চারণে।
বহ্নির প্রভায় হয়ে পতঙ্গ মোহিত
করে তায় যথা সুখে প্রাণ বিসর্জ্জন,
বিভুজ্যোতি মুগ্ধমনা এই সুতাপস
সেই মহাবহ্নি মাঝে আত্ম উৎসর্গিলা।
আহা সে অমৃত বহ্নি করে বটে দাহ
কিন্তু তায় কত সুখ কেমনে বলিব ?
কেমনে বলিব কত সুখিনী নলিনী
চাহি সূর্য্য পানে, প্রদাহিত হয়ে নিত্য
তীব্র খরতর তার সহস্র কিরণে।
তমোময় তমো গুহা করি অতিক্রম
উত্তরি চাঞ্চল্যময় রজঃ উপত্যকা
পাইলা সুধীর এবে স্থির নিত্য স্থান
সত্বরূপ শান্তিময় উত্তুঙ্গ শিখরে,
অবিচ্ছেদে সেই দেশ ভাতে সমুজ্জল

সে জ্যোতির করে, রেখা মাত্র লয়ে যাঁর
সূর্য্য জ্যোতিষ্মান, ফুল্ল তারকা-নিচয়,
চন্দ্রদেব হসিত বদন, স্বাহাপতি
গর্ব্বভরে গরজে ভীষণ। সে আলোকে
সমুন্নত শৈলশ্রেণী হেন চতুর্দ্দিকে
আপনি প্রকাশে, আছে যত মানবের
জ্ঞেয়, করণীয়। নাহি তার প্রয়োজন
তরক যুকতি আর বচন প্রমাণে
অন্ধকারে অবিজ্ঞাত বস্তু তল্লাসিয়া।
প্রত্যক্ষ সমস্ত তাঁর, প্রত্যক্ষ ব্যতীত
তাঁর কথা নাই আর। এরূপে লভিয়া
বাসনানুরূপ পদ, দেবতা দুর্লভ,
চাহিলা সুধীর জগতের গতি পানে;
দয়ালু হৃদয় তার হেরিয়া মানবে
অনিত্যে নিবদ্ধ মনে হইতে নিয়ত
শোকে তাপে জর জর ভয়ে মুহ্যমান
হইল ব্যথিত অতি; উন্নমিতে সবে
নিত্য শান্তিময় ধামে জনমিল তাঁর

ষষ্ঠ সর্গ।

প্রবল আগ্রহ। স্বেদপূর্ণ ডিম্বক্রমে
পক্ষীতে পূরয়, পরে সে পক্ষী যেমন,
ডিম্ব ভাঙ্গি বাহিরিয়া বনদেশে যায়;
সেই মত সত্যব্রত নির্জ্জন সাধনে,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর লভি আত্মার পূর্ণতা,
কর্ম্মক্ষেত্রে নামিবারে সমুৎসুক মন।
একদা চন্দ্রমা উদি, পূর্ণিমা নিশায়,
নির্ম্মল গগনে হর্ষে, হাসিয়া হাসিয়া,
প্লাবিছে বসুধা স্নিগ্ধ সুবর্ণ কিরণে;
সে কর নাচিছে স্বচ্ছ সরস হিল্লোলে
হাসিছে পাদপশ্রেণী কোমল পল্লবে;
শোভিছে নগেন্দ্র-শির উজ্জ্বল মুকুটে
সজীব, জাগ্রত শান্ত প্রফুল্ল মাধুরী
সর্ব্বত্র ধরণী'পরে; বোধ হয় যেন
দেবতা-নিচয় নামি, অবনী উপরে,
কৌতুকে করিছে ক্রীড়া মানব অজ্ঞাতে
এহেন মধুর কালে মধুর অন্তরে
চন্দ্র'পরে তারা'পরে বনরাজি'পরে

শৃঙ্গ'পরে ভূমি'পরে চাহিয়া চাহিয়া
হইয়াছে সত্যব্রত তথাবিধ প্রাণ।
যাহে জড় বস্তুচয় অস্ফুট বিভাসে
দূরস্থিত দৃশ্য হেন ; চিণ্ময় পদার্থ
যত হয় প্রকাশিত সমুজ্জ্বলরূপে।
অনুভব তার যেন চৈতন্য-সাগরে
হয়েছে নিমগ্ন জড় গগন ভূতল !
অনিমিশ চক্ষে ধীর সম্মুখে চাহিয়া
আছে হেনরূপে, অকস্মাৎ দৃষ্টিপথে
হইল পথিক অপরূপ রূপ এক,
আইলা যে সে মুরতি অন্যস্থান হ'তে
না হ'ল এরূপ জ্ঞান ; শূন্য হ'তে যেন
বিকীরিয়া দিব্য জ্যোতি, হইলা প্রকাশ।
সে রূপ রমণী রূপ, সুশুভ্র বরণ,
সমুন্নত কলেবর, ষোড়ষী মাধুর্য্য
সনে মিলি প্রবীনার গাম্ভীর্য্য গৌরব,
বাৎসল্য প্রবণ ভাব করেছে তাহায়
শোভা চমৎকার। মধুময় ভক্তিরসে

ষষ্ঠ সর্গ।

প্লাবিল তাপস মন সে রূপ দর্শনে।
সস্নেহে কোমল কণ্ঠে কহিলা সে রূপ :-
"নহিও শঙ্কিত, বৎস ! আমায় হেরিয়া,
নহি আমি অধো-যোনি অশুভ-জননী ;
আমি বাণী, বেদমাতা, বসি নর-হৃদে
শ্রেয়োমার্গ শুভ সদা দেখাই তাহায়।
প্রজ্ঞানামে আমি খ্যাত পণ্ডিত মণ্ডলে।
গুরুশক্তি বলি আমা পূজে সাধুজনে
নির্ম্মল গগনে থাকি, সুন্দর ধরায়,
ডাকি আমি মনুজ-নিচয়ে, নিরক্ষিতে,
গগন ধরণীপতি বিপুল মহিমা।
এই যে চন্দ্রমা-রশ্মি বর্ষিছে অমৃত,
দেখ চেয়ে, শুন অবহিতে, আমা এতে
দেখিবে শুনিবে ; শুনি যে আদেশ তুমি
আইলা এখানে, ধীর ! সে মম উকতি।
চেয়েছিলে বৎস, নিত্য অনন্ত মহান্
সারাৎসার পরম পদার্থ পাইলে তা,
পূরিল হৃদয় তব বিপুল আনন্দে।

নাম এবে ধরাধামে, দেও যেয়ে পরে,
যাহা পেয়ে হইয়াছ কৃতার্থ আপনি ।
মানব-নিচয় এবে বিষয় সম্ভোগে,
বিদ্যা চরচায় আর কর্ম্ম অনুষ্ঠানে
প্রগাঢ় মজিয়া দেখে তায় নাহি মিটে
মনের তিয়াস ; মন যেন অনুক্ষণ
কিসের তল্লাসে ফিরি হইছে চঞ্চল ।
আছে ভবে জ্ঞান কর্ম্ম পূর্ণ পরিমাণে
কিন্তু ভাব-রস বিনা মানবের মন
এ হেন বিশুষ্ক, আর হেন মুহ্যমান ।
বৃক্ষে যথা রসে তথা চিতে করে ভাবে
সজীবতা দান ; তুমি ধীর ! পিয়াইয়া
ভাব সুধারস কর গিয়া পুনঃ সবে
সতেজ সজীব ; ঢালি দিয়া নিজ প্রাণ
ভাবের উচ্ছ্বাসে, উচ্ছ্বসিত চিত্তবেগে
গাইয়া মহিমা তার দেখাও সবারে
কেমন মাধুরী তার কেমন প্রভাব ।
কতধা সে বিকাশিয়া করে মানবের

ষষ্ঠ সর্গ।

সন্তপ্ত প্রাণ মন শান্ত সুশীতল!
দেখাও সবারে, শান্ত-চিত্ত যোগীজন
অপ্রমেয় জ্যোতির্ম্ময় "মহতো মহান"
ঈশ্বর উদ্দেশে চাহি বিস্মিত চিতে।
নিবাত প্রদীপ ইব নিশ্চল মানসে,
কাদৃশী শান্তির সুধা পিয়ে অবিরত।
দেখাও ঐশ্বর্য্যময়ে হেরি কৃপাময়
দাস অভিমানে ছাড়ি আত্ম অভিমান,
সেবিয়া চরণ তাঁর নিদেশ পালিয়া,
কেমন কৃতার্থ সাধু মানে আপনারে।
দেখাও সে কৃপাময়, বিপুল কৃপায়,
সস্নেহ গৌরবে কত তোষেণ আদরে,
এই সখ্যভাবে মুগ্ধ ভাবুকের মন,
কেমন উৎফুল্ল হয় বিমল গৌরবে।
যবে সেই বিভু ধরি বালারুণ হেন
স্নিগ্ধ সুকোমল রূপ হয়েন প্রকাশ;
সে রূপ হেরিয়া স্নেহ-মিশ্রিত গৌরবে
মোহিত সাধক হন তন্ময় মানস

বিমল বাৎসল্য-রসে দেখাও সবায়।
বাসনা নিবৃত্তিরূপ নিশা সমাগমে
চিন্তারূপ হট্টগোল ক্রমে প্রশমিলে
একান্তে অন্তররূপ বিপিন বিজনে,
হৃদয় রমণ হাতে আপনা অর্পিয়া
তিনি সে রমণ আহা! আমি সে মুগধা;
এই সুমধুর ভাবে আত্ম নিমজ্জিয়া,
কেমনে লভয়ে জীব পরমার্থ সার।
আপনি ডুবিয়া এই মাধুর্য্য সু-রসে
দেখাও শিখাও সবে এতে নিমজ্জিতে।
আহা এ মধুর রসে গাঢ় নিমজ্জিলে
আত্মহারা হয়ে যায় মানব তখন
হেরেমাত্র বিশ্বময় প্রেমের বারিধি
তাহে ডুবি পরানন্দে থাকে নিমগন
হেনরূপ মধুময়, মধুময় সনে,
সম্পর্ক বাঁধিয়া যেই করে তায় দান,
আপনার ধন মান দেহ মন প্রাণ
মধুময় হয় তার উন্নত স্বভাব।

ষষ্ঠ সর্গ।

মধুময় সমজাতীসনে ব্যবহার,
মধুময় হেরে সেই এ বিশ্ব-সংসার,
মধুময় তার সহ একত্র নিবাস,
তৃণ হেন হয় সেই মানদ অমানী
তরু হেন হয় সেই সহিষ্ণু সুখদ।
কে আছে কঠিন এত তার কাছে আসি
নাহি হয় বিগলিত ? কে হেন পাতকী,
তার সহবাসে যার নাহি টলে মন।
পাপ-দগ্ধ বসুন্ধরা এহেন মাধুর্য্যে
শীতলিতে অসহিষ্ণু হয়ে অপেক্ষিছে।
যাও বৎস ! কর গিয়ে সুশীতল তায়,
প্রেমের উচ্ছ্বাসময় অমিয়া হিল্লোলে ;
আপনার সুখ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া
প্রাণেশের মধুরিমা সম্ভোগে মাতিয়া
অন্য ইচ্ছা অন্য চিন্তা সম্পূর্ণ ছাড়িয়া
অন্য চিত্ত-বৃত্তি ভাব অধীন করিয়া,
শুদ্ধ ভাব লয়ে তুমি নাম ধরাধামে,
অবিরত বর্ষ গিয়া সে অমৃত বারি,

সত্যব্রতের পরীক্ষা।

পূরুক মানব-চিত্ত, নদী, হ্রদ, কূপ,
সে অমৃত রসে। সবে সে রসে ডুবিয়া
সে রসে ভাসিয়া পুনঃ সে রস পিবিয়া
হয়ে পা‧ তৃপ্ত প্রাণ, মানুক সফল
এ মর মানব দেহ নশ্বর জীবন।
অহো কি সুন্দর শোভা ধরিবে ধরণী!
যবে বৃদ্ধ যুবা, আর সম্রাট ভিখারী,
সন্ন্যাসী সংসারী, আর পণ্ডিত অবোধ,
দুর্ব্বল তেজস্বী, আর পাপী পুণ্যশীল,
প্রণয়ে মিলিয়া, পদমর্য্যাদা ভুলিয়া,
একতান মন প্রাণে নাচিয়া নাচিয়া,
গভীর নিনাদে দিক্ ধ্বনিত করিয়া,
মাতিবে তোমার সনে বিভু-গুণ গানে!
সে সুন্দর শোভা, বৎস! দেখিবার তরে,
নামিবে দেবতাকুল অবনী উপরে।
সে গভীর নাদ শুনি আতঙ্কিত মনে
পালাবে নারকীচয় নিরয় ভবনে।
উদিবে উদয়াচলে যবে দিনমণি,

ষষ্ঠ সর্গ।

কর যাত্রা সেইকালে করি জয় ধ্বনি।
রহিব নিয়ত আমি তোমার অন্তরে,
কহিব যখন যাহা জিজ্ঞাসিবে মোরে।"
মৃদু হতে মৃদুতর নামাইয়া স্বর,
এইরূপে আশীসিয়া থামিল সে ধ্বনি।
সত্যব্রত, নিমিষ ফেলিতে, সে মূরতি,
হল অন্তর্হিত। ভাবাম্বুধি মাঝে ডুবি
অতর্কে রজনী কাল কাটিলা সুধীর।

উদিলা অরুণ উদয় অচলে।
বহিল পবন মৃদুল হিল্লোলে॥
গাইল বিহঙ্গ মধুর নিনাদে।
ফুটিল কমল সরসে আহ্লাদে॥
সুবর্ণ সজ্জায় সাজিল ধরণী।
যেন বা সুন্দরী নবীনা রমণী॥
শুভযোগে শুভ দিনে শুভক্ষণে।
আনন্দ উৎসাহে সমুৎফুল্ল মনে॥
জয় জগদীশ তব ইচ্ছা সার।
বলিয়া উদ্দেশে নমি বার বার॥

চলিলা তাপস বদন ভরিয়া।
জয় জগদীশ নাম উচ্চারিয়া॥
প্রকাশিল দিক্ মানব-নিচয়।
আপনা আপনি উৎফুল্ল হৃদয়॥
দেবকুল মহা আনন্দে উল্লাসে।
জয় জয় রব ধ্বনিল আকাশে॥
উদিল মনুজ-সমাজ গগনে।
মনুজ-তপন উজ্জ্বল কিরণে॥

সমাপ্ত

